রাঁচি, বুধবার
18:10:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>018 >>30 Ashwin 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০১৮ >> << ৩০শে, আশ্বিণ ১৪৩০>>

রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং পুনরায় খুলে দেয়া হবে, ত্রাণ সরবরাহের ব্যাপারে কাজ চলছে, বলেছেন ব্লিংকেন

নিউ ইয়র্ক : রবিবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেছেন, গাজায় মিশরের নিয়ন্ত্রণাধীন সীমান্ত ক্রসিং পুনরায় খুলে দেয়া হবে। এই ক্রসিং এর মাধ্যমে সহায়তা পরিবহনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র মিশর, ইসরাইল এবং জাতিসংঘের সাথে কাজ করছে। গাজায় সহায়তার নিরাপদ সরবরাহ এবং রাফাহ ক্রসিং দিয়ে কিছু বিদেশী পাসপোর্টধারীদের সরিয়ে নেয়ার একটি চুক্তি মুলতুবি থাকায় মিশরের সিনাই উপদ্বীপে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন দেশের শত শত টন সহায়তা অপেক্ষা করেছে। মিশর বলেছে অচলাবস্থা কাটাতে তারা কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। রবিবার যুক্তরাষ্ট্র প্রবীণ কূটনীতিক ডেভিড স্যাটারফিল্ডকে গাজার মানবিক সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের মানবিক ইস্যুগুলোর বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। মিশরের প্রেসিডেন্ট এল সিসি ব্লিংকেনকে বলেন, ইসরাইল ৭ অক্টোবর হামাসের একটি ধ্বংসাত্মক আক্রমণের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদের এ যাবতকালের সবচেয়ে ব্যাপক হামলা শুরু করেছে এবং এর মাধ্যমে ইসরাইল হামাসের হামলার অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামেহ শউকরি শনিবার সিএনএনকে বলেছেন, মিশরের রাফাহ ক্রসিং এর যেদিকে গাজা অবস্থিত সেদিকে ইসরাইলের বোমা হামলা এটির কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এই ক্রসিং ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। যুক্তরাষ্ট্র শনিবার গাজায় অবস্থানরত তাদের নাগরিকদের বলেছে, ক্রসিং খোলা হলে তারা যাতে তার কাছাকাছি যায়।

বাজার দর
SENSEX : 66428.09 +261.16
NIFTY : 19811.50 +79.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	19.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.20 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.46 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ফিলিস্তিনিরা গাজায় মানবিক সংকটের মুখোমুখি, হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরাইল

গাজাঃ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল সিসির সাথে আলোচনার পর সোমবার ইসরাইলে ফিরবেন। জেরুজালেমে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস হাইফা থেকে সমুদ্রপথে সাইপ্রাসে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সরিয়ে নিতে শুরু করবে। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, ৩০ জন আমেরিকান নিহত হয়েছে, ১৩ জন নিখোঁজ। ইসরাইলি সামরিক বাহিনী বলেছে, ১৯৯ জন জিম্মিকে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটি জিম্মিদের পূর্ববর্তী সংখ্যার চেয়ে বেশি। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, গাজা উপত্যকা এবং মিশরের মধ্যকার একটি সীমান্ত ক্রসিং পুনরায় চালু হবে। তবে কবে চালু হবে সে সম্পর্কে তারা কিছু বলেনি। জাতিসংঘ গাজায় ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতির বিষয়ে সতর্ক করেছে । তারা ইসরাইলের সামরিক অভিযানের আগে ছিটমহলের উত্তর অংশে বসবাসকারী ফিলিস্তিনিদের ওই অঞ্চল ত্যাগ করতে বলেছে। সোমবার ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গাজায় ত্রাণ সরবরাহ এবং বিদেশীদের প্রস্থানের অনুমতি দেয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিরতির কোনো চুক্তি হয়নি। রবিবার জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থার প্রধান বলেছেন, গাজাকে শ্বাসরোধ করে মারা হচ্ছে এবং শীঘ্রই জল, খাবার ও ওষুধের সরবরাহ শেষ হয়ে যাবে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস কোনো শর্ত ব্যতিরেকেই অবিলম্বে জিম্মিদের মুক্তি দিতে হামাসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি গাজায় ত্রাণ সরবরাহ এবং কর্মীদের নিরবচ্ছিন্ন প্রবেশের অনুমতি দেয়ার জন্য ইসরাইলকে আহ্বান জানান। গাজার ত্রাণ সরবরাহের বিষয়ে রাশিয়া এবং ব্রাজিলের জমা দেয়া পৃথক খসড়া রেজুলেশনের ওপর সোমবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভোট হবে। হামাসের হামলায় ১৩০০ ইসরাইলি ও বিদেশী নাগরিক নিহত হয়েছে। প্রত্যুত্তরে ইসরাইল গাজায় শত শত বিমান হামলা এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে এবং ২,৭৫০ জনকে হত্যা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

২৬ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা মহিলার গর্ভপাতের অনুমতি দিল না সুপ্রিম কোর্ট

নয়া দিল্লি : ২৬ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা এক ভারতীয় মহিলার দুই সন্তান আগেই রয়েছে। গর্ভবতী হলেও তৃতীয় সন্তান নেওয়ার মতো মানসিক এবং আর্থিক অবস্থা তার নেই। সেই সঙ্গে রয়েছে সন্তান জন্মের পরের অবসাদ সহ নানা জটিল মানসিক ও শারীরিক সমস্যা। তাই গর্ভপাতের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহিলা। প্রাথমিকভাবে সেই আবেদন মঞ্জুর করলেও যখন পরে জানা যায়, গর্ভস্থ ভ্রূণে প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গেছে, তাই পরেই ভারতের সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছিল, কোন আদালত আছে, যারা হৃদয়ের স্পন্দন শোনার পরেও তা থামিয়ে দিতে চায়!

গত ৯ অক্টোবর মহিলার গর্ভপাতের আবেদনে সম্মতি দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। কিন্তু ১০ অক্টোবর সরকারের তরফে একটি লাস্ট মিনিট মেডিক্যাল রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়, যেখানে বলা হয়, গভর্স্থ ভ্রূণের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গেছে, এবং তার বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। সেই রিপোর্ট দেখেই প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের গড়ে দেওয়া দুই বিচারপতির একটি বেঞ্চ মন্তব্য করে, ’কেন আমাদের আদেশের পরেই এমনটা জানা গেল? কেন আগেই এটা স্পষ্ট ছিল

না? কোন আদালত প্রাণের সাড়া পাওয়ার পরেও শিশুর হৃদস্পন্দন বন্ধ করে দিতে চায়? আমরা তো নয়ই! রিপোর্ট দেখে এ কথা বলেন বিচারপতি হিমা কোহলি।

সরকারপক্ষকে বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিভি নাগরত্ন প্রশ্ন করেন কেন গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়ার পর এই অর্ডার নিয়ে আসা হল? আদালতের নির্দেশ পাল্টানোর অনেক উপায় আছে, কিন্তু এভাবে তা হয় না। এমন তো নয় যে আমরা আপনাদের কথা শুনিনি।

বিচারপতি নাগরত্ন প্রশ্ন তোলেন, যখন আদালতের একটি বেঞ্চ একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন কোনও আবেদন ছাড়াই আপনি কীভাবে তিন বিচারপতির বেঞ্চের সামনে আন্তঃআদালতে আপিল করতে পারেন? আজ সরকার যদি এমন কাজ করতে শুরু করে, তাহলে কাল বেসরকারি সংস্থাগুলিও এমন কাজ করবে। আদালত আরও জানিয়েছিল, আমরা কোনও ভুল বোঝাবুঝি চাই না। এখানে মূল্যবান জীবন নিয়ে কথা হচ্ছে, তাই আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। এছাড়া আবদেনকারীকে নতুন রিপোর্টের ভিত্তিতে আদালতে একটি হলফনামা জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়। তার স্বামীর সঙ্গেও এ ব্যাপারে আলাদা করে কথা বলেছে শীর্ষ আদালত। আবেদনকারী মহিলা আদালতে জানিয়েছিলেন, তিনি আগের সন্তান জন্মের পর থেকেই পোস্ট পার্টাম সাইকোসিস নামে এক ধরনের মানসিক অসুখে আক্রান্ত। তাই আবার সন্তান নেওয়ার মতো মানসিক কিংবা আর্থিক অবস্থা নেই তার। গর্ভাবস্থা ২৪ সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার পর দিল্লি এইমসে গর্ভপাত করানোর অনুমতি চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিচারপতি বিভি নাগরত্নার বেঞ্চ সেই আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। তারা জানিয়েছেন, এই গর্ভধারণের ক্ষেত্রে মহিলার প্রাণহানির কোনও আশঙ্কা নেই। এছাড়া মেডিক্যাল টেস্টে ভ্রূণের কোনও রকম অস্বাভাবিকতাও দেখা যায়নি। সমস্ত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা সেই মহিলাকে শেষমেশ গর্ভপাতের অনুমতি দিল না সুপ্রিম কোর্ট। আদালত সাফ জানিয়ে দিল, শিশুর হৃদস্পন্দন বন্ধ করে দেওয়ার অনুমতি দিতে পারবেন না তারা, যেখানে হবু মা কিংবা গর্ভস্থ ভ্রূণ, কারওরই কোনও শারীরিক জটিলতা কিংবা প্রাণহানির আশঙ্কা নেই। সেই সঙ্গে আদালত একথাও জানিয়েছে, যেহেতু মহিলা সন্তানকে রাখতে ইচ্ছুক নন, তাই শিশুটির জন্মের পর রাষ্ট্রকেই তার দায়িত্ব নিতে হবে। সোমবার ১৬ অক্টোবর এই রায় দিয়েছেন বিচারপতিরা। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, মহিলা যেহেতু সন্তানকে রাখতে চান না, তাই তাঁর বাবামা সিদ্ধান্ত নেবেন, শিশুটির জন্মের পর তাকে তারা দত্তক নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেবেন কিনা। তবে এরপরেও মহিলার চিকিৎসা হবে এইমস এ। তার যাবতীয় খরচ বহন করবে রাষ্ট্র। মেডিক্যাল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি (এমটিপি) অ্যাক্টের অধীনে বিবাহিত মহিলাদের জন্য গর্ভপাতের উর্ধ্বসীমা ২৪ সপ্তাহ। তারপর গর্ভপাত করাতে চাইলে অবশ্যই আদালতের অনুমোদন প্রয়োজন। তবে ধর্ষণজনিত কারণে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে এবং অন্যান্য কারণে শারীরিকভাবে দুর্বল মহিলা, প্রতিবন্ধী মহিলা এবং নাবালিকাদের

‘আগ্রাসন না থামলে’ ইসরাইলকে আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধির হুঁশিয়ারি দিল ইরান

তেহরান : ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে আরও উত্তেজনা বাড়বে বলে ইসরাইলকে সতর্ক করেছে ইরান। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই অঞ্চলের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি হস্তক্ষেপ করতে প্রস্তুত। এই দেশের আধাসরকারি সংবাদ সংস্থা ফার্স রবিবার এমনটাই জানিয়েছে। হোসেইন আমিরাব্দোল্লাহিয়ানকে বলতে শোনা গেছে, জায়োনিস্ট আগ্রাসন বন্ধ না হলে এই অঞ্চলের সমস্ত দলের হাত বন্দুকের ট্রিগার ছুঁয়ে রয়েছে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হামাসকে ধ্বংস করার অঙ্গীকার করেছেন রবিবার। তাঁর সামরিক বাহিনী ইসলামিস্ট জঙ্গিদের খোঁজে গাজা ভূখণ্ডের দিকে এগোনোর প্রস্তুতি নিয়েছে। ইসরাইলের সীমান্ত শহরগুলিতে এই জঙ্গি গোষ্ঠীর ভয়াবহ তাণ্ডবে বিশ্ব স্তম্ভিত। ইরানের শীর্ষ নেতা সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেই মঙ্গলবার বলেন, ইসরাইলের উপর জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের হামলার সঙ্গে তেহরান যুক্ত নয়। তবে, তিনি এই হামলাকে ইসরাইলের অপূরণীয় সামরিক ও গোয়েন্দা বিভাগীয় পরাজয় বলে অভিহিত করেছেন। হামাসকে অস্ত্র দিয়ে সহিংসতায় উস্কানি দেওয়ার দায়ে ইরানের ধর্মীয় শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে ইসরাইল। তেহরান জানিয়েছে, জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসকে তারা নৈতিক ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য, গাজা ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে হামাস গোষ্ঠীই। আমিরাব্দোল্লাহিয়ান গত সপ্তাহে অভিযোগ করেছিলেন যে, গাজা ভূখণ্ড অবরোধ করে ইসরাইল গণহত্যা ঘটাতে চাইছে। তিনি বলেন, গাজার উপর হামলা মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিরোধের নতুন দ্বার খুলে দেবে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

যুক্তরাষ্ট্রে এক মুসলিম বালককে হত্যার দায়ে একজন অভিযুক্ত

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) : যুক্তরাষ্ট্রে এক বাড়িওয়ালা এক মুসলিম নারী ও ৬ বছর বয়সী বালককে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করার পর তার বিরুদ্ধে হত্যা এবং ঘৃণামূলক অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ হামলার সাথে ইসরাইল এবং হামাসের যুদ্ধ জড়িত বলে মনে করছে। শিশুটিকে ২৬বার ছুরিকাঘাত করা হয়। সে হাসপাতালে মারা যায়। ইলিনয়ের উইল কাউন্টি শেরিফের অফিসের এক বিবৃতি অনুসারে, ৩২ বছর বয়সী আহত নারী শনিবারের জঘন্য হামলা থেকে বেঁচে যাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। ওই নারীকে শিশুটির মা বলে ধারণা করা হচ্ছে। রবিবার শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক বিবৃতিতে বলেন, তিনি এবং তার স্ত্রী এই হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে পেরে হতবাক এবং মর্মাহত। শেরিফের কার্যালয় বিশদ বিবরণ দেয়নি বা ভিক্টিমদের জাতীয়তা জানায়নি, তবে আমেরিকান ইসলামিক সম্পর্ক বিষয়ক কাউন্সিলের (কেয়ার) শিকাগো অফিস শিশুটিকে ফিলিস্তিনি আমেরিকান বলে বর্ণনা করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গোয়েন্দারা জানিয়েছেন এই নৃশংস হামলার উভয় শিকার সন্দেহভাজন ব্যক্তির টার্গেট ছিল। কারণ তারা ছিল মুসলিম এবং হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত চলছে। তার সাথে এই হামলা সম্পর্কযুক্ত। হত্যাকাণ্ডটি শিকাগোর ৬৪ কিলোমিটার পশ্চিমে ঘটে। ইসরাইল ৮ অক্টোবর হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর আগের দিন হামাস ইসরাইলের ভারী অস্ত্রবেষ্টিত সুরক্ষিত সীমান্ত ভেঙে হামলা চালায়, ১৪০০ জনের বেশি মানুষকে গুলি, ছুরিকাঘাত এবং পুড়িয়ে মারে। নিহতদের বেশিরভাগ বেসামরিক নাগরিক ছিল। এরপর ইসরাইলের উপর্যুপরি বোমা হামলা আশেপাশের এলাকাগুলোকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। এতে গাজা উপত্যকায় অন্তত ২,৬৭০ জন নিহত হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই সাধারণ ফিলিস্তিনি।

আমদানি রদ জাপান সরকার চীনের নিষেধাজ্ঞাকে রাজনৈতিক ও অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দিয়েছে

চীনের পর রাশিয়া নিষিদ্ধ করলো জাপানি সী ফুড আমদানি

হংকং : রাশিয়া সোমবার তাদের মিত্রশক্তি চীনের পথ অনুসরণ করল। তারা জাপানের সামুদ্রিক খাদ্যসামগ্রী আমদানি রদ করেছে। ফুকুশিমা পারমাণবিক কেন্দ্র থেকে বর্জ্য জল ছাড়ার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা। ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ নিয়ে জাপান তীব্র সমালোচনা করে এসেছে। এদিকে, বেইজিং এর সঙ্গে টোকিওর সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হয়েছে। বেইজিং এর সঙ্গে মস্কোর সম্পর্ক গভীর। রাশিয়ার কৃষিপণ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা রসেলখোজনাদজর বলেছেন, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ২০২৩ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে জাপানের মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য আমদানি বন্ধ করার বিষয়ে তারা চীনের বিধিনিষেধমূলক পদক্ষেপকে গ্রহণ করছে। তারা জানিয়েছে, যতদিন না সামুদ্রিক খাদ্যসামগ্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার তথ্য আসছে ততদিন এই নিষেধাজ্ঞা থাকবে।

জাপান সরকার চীনের নিষেধাজ্ঞাকে রাজনৈতিক ও অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দিয়েছে। রাশিয়ার এই পদক্ষেপ নিয়েও তারা এখনও কিছু বলেনি।

২০১১ সালে ব্যাপক ভূমিকম্প ও সুনামির পর জাপানের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ফুকুশিমা দাইচি পারমাণবিক কেন্দ্রের রিয়্যাক্টর নষ্ট হতে শুরু করে। উল্লেখ্য, এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রায় ১৮ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল।

সেই ঘটনার পর বারো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই আগস্টে ক্ষতিগ্রস্ত পারমাণবিক কেন্দ্রের শোধিত সংক্রামিত জল প্রশান্ত মহাসাগরে ছাড়তে শুরু করে জাপান।

এর প্রতিক্রিয়ায় জাপানের সমস্ত সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করে দেয় চীন। এইভাবে জল নিষ্কাশনকে স্বার্থপর ও দায়িত্বজ্ঞানহীনও বলে তারা। চীন আরও অভিযোগ করে, জাপান সমুদ্রকে নর্দমার মতো ব্যবহার করছে।

৫ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণ করল ১৫ বছরের কিশোর, মেয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক, গ্রেফতার অভিযুক্ত

উত্তর দিনাজপুর ঃ পাঁচ বছর বয়েসের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ইসলামপুরের ৯ নং ওয়ার্ডের কঠালবাড়ি অঞ্চলে। পাশের বাড়ির বছর পাচেকের মেয়েকে চকলেট খাওয়ানোর নাম করে ছাদে নিয়ে গিয়ে জোর করে মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগে ফিরদৌস নামের এক ১৫ বছরের কিশোরকে বেধে রাখে এলাকার মানুষ। পুলিশকে খবর দিলে ইসলামপুর থানার পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে।

জানা গিয়েছে, বিকাল সাড়ে পাচটা নাগাদ ফিরদৌস ফুসলিয়ে তার বাড়ির ছাদে শিশুটিকে ধর্ষণ করে। বাচ্চাটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় তার বাড়ির সামনে ফেলে পালিয়ে যায় ফিরদৌস বলে অভিযোগ। বাচ্চার মাকে বাচ্চাটি কাদতে কাদতে সব জানায়। শিশুকন্যার শারিরিক অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনা জানার পর এলাকার মানুষ ফিরদৌসকে ধরে বেধে রাখে। খবর দেওয়া হয় ইসলামপুর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে ফিরদৌসকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। রাতে থানায় লিখত অভিযোগ করে শিশুকন্যার মা।পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কোচিং সেন্টার থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ একাদশ শ্রেণীর পড়ুয়ার রহস্যজনকভাবে রেল লাইনের পাশ থেকে ক্ষত বিক্ষত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়। তদন্তে পুলিশ

পশ্চিম বর্ধমান (দুর্গাপুর) ঃ মৃত পড়ুয়ার নাম বিতান ঘোষ(১৭)। দুর্গাপুরের অমরাবতী সিআরপিএফ গ্রুপ সেন্টারের বাসিন্দা। দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর একটি ইংরাজী মাধ্যম বেসরকারি স্কুলের একাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া ছিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিতান সিটি সেন্টারের ওই কোচিং সেন্টারে যায়। শরীর অসুস্থ বলে বিকেলে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যায় বিতান। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলেও বিতান বাড়ি ফিরে আসছে না দেখে বিতানের মা খোঁজাখুঁজি শুরু করে। রাত গড়িয়ে এলেও বিতান বাড়ি না ফেরায় দুর্গাপুর থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয় বিতানের মা এবং পরিবারের সদস্যরা। আর শুক্রবার সকালে কোচিং সেন্টারের ড্রেস পড়া অবস্থায় বিতানের ক্ষত, বিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় দুর্গাপুরের গ্যামন ব্রিজের রেল লাইনের পাশ থেকে। দুর্গাপুর রেল পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কোচিং সেন্টার থেকে বেরিয়ে নিখোঁজের কারণ নিয়েও ধন্ধে পুলিশ। আত্মহত্যা না এর পিছনে রয়েছে অন্য রহস্য পুরো ঘটনা দেখে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

চলতি বছরে শনিবার প্রতিপদ তিথি থেকেই পিতৃপক্ষ

বাঁকুড়াঃ চলতি বছরে শনিবার প্রতিপদ তিথি থেকেই পিতৃপক্ষের সূচণা হয়ে গেল। হিন্দু শাস্ত্রে এই সময়কালে পিতৃপক্ষে পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তির জন্য দানকর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।প্রসঙ্গত, পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, প্রতি বছর ভাদ্রপদ পূর্ণিমা দিয়ে শুরু ও আশ্বিন মাসের অমাবস্যা তিথিতে পিতৃপক্ষের শেষ হয়। পিতৃপক্ষের এই বিশেষ দিনগুলিতে, পূর্বপুরুষদের নৈবেদ্য নিবেদন করার পাশাপাশি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়। লৌকিক বিশ্বাস, এই সময়কালে পূর্বপুরুষরা পৃথিবীতে আসেন ও পরিবারের সদস্যদের আশীর্বাদ করেন। মনে করা হয়, পিতৃপুরুষের আশীর্বাদে পরিবারে সুখ সমৃদ্ধি বজায় থাকে।আর এই বিশ্বাস ভোর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন নদীতে পিতৃ তর্পণে অংশ নিলেন অসংখ্য মানুষ।

জোড়া নিম্নচাপের ভ্রুকুটি , কপালে ভাঁজ উপকূল তীরবর্তী মানুষজনের

দক্ষিন ২৪ পরগণা ঃ দক্ষিণবঙ্গের আরও কাছাকাছি আসছে জোড়া নিম্নচাপ। আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে দুটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে । আগামী দু'দিনে দু'টি নিম্নচাপই শক্তি বাড়াবে। তারপর উত্তরপূর্ব এবং সংলগ্ন পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরের ওপর নিম্নচাপ ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের দিকে অগ্রসর হবে। এর প্রভাবে আগামী ৪ থেকে ৫ দিন দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শনিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে উপকূল তীরবর্তী এলাকাগুলিতে। শনিবার সকাল থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূল তীরবর্তী এলাকাগুলিতে শুরু হয়েছে ঝড়ো হাওয়া সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। বৃষ্টির কারণে কার্যত জন মানব শূন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকার রাস্তাঘাট গুলিতে। টানা বৃষ্টি ও ঝড়ো হবার কারণে উপকূল তীরবর্তী এলাকার ফেরি সার্ভিসের ওপর প্রভাব পড়েছে। উত্তাল নদী ও সমুদ্র থাকার কারণে বিঘ্নিত হয়েছে ফেরি চলাচল পরিষেবা। এর পাশাপাশি ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে প্রভাব পড়েছে। কার্যত সপ্তাহে শেষ দিনে বৃষ্টি ঝড়ো ইনিংসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একাধিক জায়গা। অন্য দিকে এই জোড়া নিমচাপের আতঙ্কে ইতিমধ্যেই কপালে ভাঁজ পড়েছে উপকূল তীরবর্তী মানুষজনের।

কোচবিহারে নওশাদ! রাজনৈতিক আঙিনায় কতটা কার্যকর?

কোচবিহার ঃ নিউ কোচবিহারে পা রেখে ই রীতিমতো তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন আই এস এফ এর চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী। ত্রিপুরিস্কার তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বলেন দিল্লিতে যে কর্মসূচি চলছে তা সম্পূর্ণ নাটক। ১০০ দিনের কাজের টাকার দুর্নীতি আবাস যোজনা দুর্নীতি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, যার ফলে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত, সাধারণ মানুষ নতুন করে কাজ পাচ্ছে না, দরিদ্র অসহায় মানুষ বঞ্চিত রয়েছে, আর সেই তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার মানুষের ট্যাক্সের টাকায় থেকে বাঁচতে আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে, এটা কি ধরনের আইন। অবশ্যই এর বিরুদ্ধে বাংলার মানুষকে একত্রিত হয়ে লড়াই সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। তুমি আরো বলেন এই প্রথম কোচবিহারে আসলাম সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে সাধারণ মানুষের দাবি সাধারণ মানুষকে রাখতে হবে এই কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই কোচবিহারে আসা। তিনি বলেন ২০১১ সালে মুসলিমদের বাঁচাতে মমতা ব্যানার্জি এসেছিলেন, আবার ২০১৪ সালে হিন্দুদের বাঁচাতে এসেছিল বিজেপি, এই দুই রাজনৈতিক দল এখন তলানিতে। মানুষ যদি তাদের উপর আস্থা রাখে তাহলে অবশ্যই তারা এর থেকে ভাল পরিষেবা প্রদান করবে। এছাড়াও কোচবিহারের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তুই পরিস্কারভাবে জানান কোচবিহারের মেডিকেল কলেজ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি, সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে না তাদেরকে যেতে হচ্ছে কলকাতা অথবা বাইরের কোন রাজ্যে। অপরদিকে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত সঠিক মূল্যায়ন নেই ছাত্রছাত্রীদের। এই অব্যবস্থা দূরীকরণের দাবিগুলি কোচবিহারের সাধারণ মানুষদেরকেই তুলে ধরতে হবে। দলিল সূত্রে জানানো হয়েছে, আজ কোচবিহার শীতলকুচিতে একটি দলীয় সভায় অংশগ্রহণ করবেন তিনি। পাশাপাশি কোচবিহারের বেশ কিছু এলাকা, দিনহাটা এবং মাথাভাঙা সহ বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের সাথে দেখা করবেন বলেও জানানো হয়েছে।

স্বচ্ছতা অভিযানে নামলেন কোচবিহারের দক্ষিণ খাগড়া বাড়ি ক্লাবের সদস্যরা

কোচবিহার ঃ স্বচ্ছতা অভিযানকে সামনে রেখে কোচবিহারের দক্ষিণ খাগড়া বাড়ি ক্লাবের সদস্যরা মিলে এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় নামলেন।সদস্যের বক্তব্য কোচবিহার পৌরসভার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে আমরাও আমাদের এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় নেমেছে। বিভিন্ন জায়গায় ডেঙ্গুর প্রকপ বাড়ছে পুজোর মুখে চাপতে এলাকার লোকজন সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকতে পারেন সেই সাথে সুস্থ পরিবেশ গঠনের লক্ষ্যে ক্লাব সদস্যরা সবাই মিলে আজ স্বচ্ছতা অভিযানে নেমেছি।

স্মৃতি ইরানি শিলিগুড়িতে স্বচ্ছতা হাই সেবা অভিযান শুরু করেছেন

শিলিগুড়ি ঃ গোটা দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে স্বচ্ছতা হি সেবা। স্বচ্ছতা হি সেবা কর্মসূচিতে অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। রবিবার নকশালবাড়ির অটল চাবাগানে সাফাই কর্মসূচিতে অংশ নিলেন মন্ত্রী। এদিন কর্মসূচির পাশাপাশি চা শ্রমিকদের দেখা করে বিভিন্ন সমস্যা শুনেন তিনি। শিলিগুড়ির দাগাপুরে চা শ্রমিক সমাবেশের আগে চা শ্রমিকদের দেখা করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে খুশি শ্রমিকরা। সঙ্গে ছিলেন দার্জিলিং সাংসদ রাজু বিস্তা বিজেপি অবজারভার মঙ্গল পান্ডে সহ অন্যান্যরা ।

নিম্নমানের কাজের অভিযোগে ,রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামের বাসিন্দারা

দিনাজপুর। নিম্নমানের কাজের অভিযোগে ,রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামের বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের দাড়িবিট কালানাগিন এলাকায়, স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার প্রায় পাঁচ কিলোমিটার একটি রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে কিন্তু ঠিকাদার কিছু অসাধু মানুষের জোকস সাজেসে রাস্তার কাজ নিম্নমানের করছেন। বারবার বলার পরেও কোন কাজ হয়নি, দুমাস আগে তারা লিখিত অভিযোগ করেছিলেন মহাকুমা শাসকের অফিসে তাও কোন কাজ হয়নি আর আজ তারা রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিলেন এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে গোটা এলাকায় ।

কাটমানি বন্ধ, তাই দিল্লি গিয়েছে কাটমানী আদাই করতে।এই ভাষাতেই আক্রমন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির

শিলিগুড়ি ঃ কাটমানি বন্ধ, তাই দিল্লি গিয়েছে কাটমানী আদাই করতে।শ্রমিক সমাবেশে এই ভাষাতেই আক্রমন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির। উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিদেওয়া নিয়ে একঝাক কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে রবিবার দাগাপুর ময়দানে অনুষ্ঠিত হল চা শ্রমিক সমাবেশ। এদিনের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের শিশু ও নারী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রি স্মৃতি ইরানি।সভায় এদিন তাকে চাঝুরি ও তার ছবি দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।এদিনের সমাবেশে বক্তব্যর মধ্য দিয়ে রাজ্যের শাসক দলকে আক্রমণ শানেন।তিনি জানান,চা শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা না মিটিয়ে তৃনমুলের মন্ত্রি ও বিধায়কদের পকেট ভরার জন্য ভাতা বাড়িয়ে চলছে।কাটমানির টাকা পেতে দিল্লি গিয়ে ধর্না করছে।তিনি জানান,তাদের দল চা বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থে, বা যতদিন তাদের ন্যায্য পাওনা না মিলছে ততদিন লাগাতার আন্দোলন সংগঠিত করবে।।।

পঞ্চায়েতের অ্যাম্বুলেন্সের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমেরী ২ নম্বর ব্লকের বড়পলাশন ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান রুবি খাতুনের বিরুদ্ধে

পূর্ব বর্ধমান ঃ পঞ্চায়েতের অ্যাম্বুলেন্সের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমান জেলার মেয়েরী ২ নম্বর ব্লকের বড়পলাশন ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চেতের প্রাক্তন প্রধান রুবি খাতুনের বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধান।গ্রামের অসুস্থ মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে প্রায় বছর দশেক আগে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সংসদ ড মমতাজ সংঘমিতা সাংসদ তহবিল থেকে বড়পলাশন ২গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেন।সাংসদের দেওয়া অ্যাম্বুলেন্স টি সেসময় চললেও বর্তমানে তা বেহাল অবস্থায় পরে আছে পাঞ্চায়েতের ফা।কা মাঠে। যার ফলে চরম সমস্যায় পরেছেন স্থানীয় মানুষ জন।বড়পলাশন ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চেতের বর্তমান উপ প্রধান সেখ ইউসুফ আলী বলেন আমরা পঞ্চায়েতের পদে বসে জানতে পারলাম গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ড মুমতাজ সংঘমিতা তার সাংসদ তহবিল থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছেন।সেই অ্যাম্বুলেন্সটি এতো বছর ধরে কি ভাবে চলেছে তার আয় ব্যায় কি হয়েছে তার কোনো তথ্য প্রাক্তন প্রধান রুবি খাতুন জানাননি। এমনকি অ্যাম্বুলেন্সের চাবিও পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধানের কাছে হ্যান্ডোভার করেন নি।অ্যাম্বুলেন্সের চাবি এবং সমস্ত তথ্য প্রদানের জন্য প্রাক্তন প্রধান কে চিঠি করা হলে সেই চিঠি নিতে অস্বীকার করেন।বড়োপলাশন ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চেতের প্রাক্তন প্রধান রুবি খাতুন বলেন এই অ্যাম্বুলেন্সটি আমার আগের বোর্ডে দেওয়া হয়েছিলো।সেই বোর্ড স্থানীয় এক ব্যাক্তিকে চালাবার জন্য দিয়েছিল সেই থেকেই ওই ব্যক্তি চালাত।আগের বোর্ডের প্রাক্তন উপ প্রধান সেখ আবুল আওয়াল সাহেব বলেন একজন প্রধান প্রাক্তন প্রধান কে এই ধরনের চিঠি করাটা আইন বহির্ভূত।সাংসদের দেওয়া অ্যাম্বুলেন্সটি পঞ্চতরে রেজুলেশন করে স্থানীয় এক গাড়ি চালক কে দেওয়া হয়। রেজুলেশন উল্লেখ থাকে ওই ব্যক্তি গ্রামের মানুষের পরিষেবা দেওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সটি চালাবে।অ্যাম্বুলেন্সটি চালানোর জন্য কোনো অর্থ পঞ্চায়েতে দিতে হবেনা। এবং অ্যাম্বুলেন্স মেরামতি ও অ্যাম্বুলেন্স চালককেও গ্রাম পঞ্চেতে কোনো অর্থ দেবেনা।রেজুলেশনে এও উল্লেখ থাকে য়ে মেমারী থেকে বর্ধমান হাসপাতাল পর্যন্ত ৮০০ টাকা এবং মেমারি থাকে কলকাতা হাসপাতালে যাওয়ার জন্য পনেরশো টাকা করে রোগীদের কাছ থেকে নেওয়া হবে।

সোনা দোকানে ডাকাতি এবং শুট আউট কাণ্ডের চার ঘন্টার মধ্যেই সাফল্য পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ সোনা দোকানে ডাকাতি এবং শুট আউট কাণ্ডের চার ঘন্টার মধ্যেই সাফল্য পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের।অত্যন্ত তৎপরতার সাথে পাঁচ ডাকাতকে গ্রেফতার ও অস্ত্রশস্ত্র মোবাইলসহ উদ্ধার হল একাধিক আই কার্ড। প্রসঙ্গত রেল শহর খড়গপুরের গোলবাজার এলাকায় একটি সোনার দোকানে দোকান খোলার পরেই পাঁচ দুষ্কৃতি বন্দুক নিয়ে ঢুকে পড়ে। এরপর দোকানদারের সঙ্গে বাকবিতন্ডায় তারা জড়িয়ে পড়ে এবং তাদেরই গুলিতে আক্রান্ত হয় দোকানের মালিক এবং এক সহকর্মী। এরপরই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে সিসিটিভি ফুটেজ দেখেই তদন্তে নামে পুলিশ প্রশাসন। ঘন্টা চারেকের মধ্যেই তারা পাশের জেলা ঝাড়গ্রাম পুলিশ মিলে অভিযান চালায় । তাতেই গ্রেফতার হয় পাঁচ ডাকাত এবং আটক হয় তাদের ব্যবহৃত স্করপিও গাড়িটিও। জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন এই ডাকাতরা সকলেই বিহারের বাসিন্দা । তারা কয়েকদিন আগেই ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে এই দোকানে চুরির পরিকল্পনা করে । মূলত পরিতক্ত রেল কোয়ার্টারে দুদিন ধরে আস্তানা গেড়ে রীতিমতো রেকি করার পর অপারেশন চালায় দুষ্কৃতি দল। প্রথমে ক্রেতা সেজে দোকানে ঢুকে লুঠপাঠ চালায় , এরপর বাধা পেয়ে রীতিমতো শুট আউট করে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে । পরিকল্পনামাফিক সবটা করলেও পুলিশের সক্রিয়তায় মাত্র চার ঘন্টার মাথাতেই ধরা পড়ে যায় পাঁচ দুষ্কৃতি। গোপীবল্লভপুর থানার রানটুয়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের । ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র, বেশ কয়েকটি কার্তুজ,একটি ছুরি সহ একাধিক মোবাইল ফোন। ধৃতদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কিছু পরিচয় পত্র। গাড়ি ছেড়ে গা ঢাকা দিতে স্থানীয় মাঠের মধ্যে কাপড় খুলে বসে পড়ে দুষ্কৃতীরা। এরপর ড্রোন দিয়ে নজরদারী চালায় পুলিশ। শেষমেশ পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ।পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে ঝাড়গ্রাম পুলিশও ।

গভীর রাতে বর্ধমান শহরের বড়নীলপুর মোড়ে একটি বেসরকারি সংস্থার ইলেকট্রনিক্সের শপিংমলে শাটারের লক ভেঙে চুরি

বর্ধমান ঃ গভীর রাতে বর্ধমান শহরের বড়নীলপুর মোড়ে একটি বেসরকারি সংস্থার ইলেকট্রনিক্সের শপিংমলে শাটারের লক ভেঙে চুরি।সকালে শপিং মল খুলতে এসে তাদের নজরে আসে স্যাটারের একটা অংশ ভাঙ্গা রয়েছে এরপরেই তারা পুলিশকে খবর দেয় পুলিশ এসে প্রবেশ করে, সেখানে দেখা যায় শরীর ছিটিয়ে রয়েছে জিনিসপত্র। বিশেষত মোবাইলের কাউন্টার তছনছ করা হয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মোবাইলে খালি বাক্স। এই শপিং মলের ম্যানেজার জানিয়েছেন তাদের অনুমান শুধুমাত্র মোবাইল চুরি গেছে তবে তার পরিমাণ কত তা এখনো স্পষ্ট নয়। পাশাপাশি শপিংমলে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পাওয়া যায়নি বলে সূত্রের খবর। এ প্রসঙ্গে সংস্থার ম্যানেজার জানিয়েছেন, সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ না পাওয়ায় কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়েছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গৌড় হরি মডার্ন টোলকে সরকারি স্বীকৃতির দাবি

নদীয়া ঃ রানী রাসমনির ২৩১ বছর জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে ও গৌর হরি মডার্ণ টোলকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে নদীয়ার বগুলায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আযোজন করা হয়। উদ্যোক্তাদের দাবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোহিতদের জীবনধারণের সুবিধার্থে মাসিক সান্মানিক প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। পাশাপাশি সরকার স্বীকৃত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকারিভাবে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকেন। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গৌর হরি মডান ট্রোলের ৫২ টি শাখা রয়েছে। যেখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাবের সুযোগ পান। রানী রাসমনির জন্মবার্ষিকীর বিশেষ লগ্নে এই দিন গৌর হরি মডার্ন টোলকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি দাবি তোলে সংস্কৃত বাংলা ভাষায় পড়াশোনা চালু করার আবেদন জানানো হয় । বগুলা মর্ডান টোল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কর্ণধার ও বর্তমান সম্পাদক অবিরাম বিশ্বাস বগুলা মডার্ন টোলকে সরকারি স্বীকৃতির দাবি তোলেন । এছাড়াও টোলে বহু আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করেন তাদের শিক্ষালাভের কথা মাথায় রেখে ও শিক্ষকদের আর্থিক সাহায্যের বিষয়ে সরকারিভাবে সহযোগিতা করার বিষয়ে এদিনের অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন গৌরহরি মডার্ন টোলের কর্মকর্তারা। এছাড়াও এই দিন বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রানী রাসমনির ২৩১তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়।

নদীয়ার ধুবুলিয়ার চৌগাছা হাঁসাডাঙ্গা এলাকায় প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে সবুজের মাঝে গড়ে ওঠা মা দুর্গা আশ্রমের শান্ত পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে দেশের দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা ছুটে আসেন মন্দির প্রাঙ্গণে

নদীয়া নদীয়ার ধুবুলিয়ার চৌগাছা হাঁসাডাঙ্গা এলাকায় প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে সবুজের মাঝে গড়ে ওঠা মা দুর্গা আশ্রমের শান্ত পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে দেশের দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা ছুটে আসেন মন্দির প্রাঙ্গণে। দুর্গা মন্দিরটি গড়ে উঠেছে জলঙ্গী নদীর একটি সুবিশাল বিলের পার্শ্ববর্তী এলাকায়। পাশাপাশি মন্দির চত্বরে রয়েছে সুবিশাল রংবেরঙের বাহারি ফুলের বাগান। এছাড়াও রয়েছে একাধিক আম ও পেয়ারার বাগান। সব মিলিয়ে ছোট বড় গাছ গাছালি দিয়ে সাজানো মা দুর্গা আশ্রমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা নজর কাড়ে দর্শনার্থী থেকে শুরু করে আবাল বৃদ্ধ বণিতাদের। পাশাপাশি দূর দূরান্ত থেকে মন্দির প্রাঙ্গনে ঘুরতে আসা দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে মন্দিরের এক ধারে রয়েছে নিরামিষ রেস্টুরেন্ট। যেখানে সারা বছরই রকমারি নিরামিষ খাবারের সম্ভার লক্ষ্য করা যায়। সব মিলিয়ে ধুবুলিয়ার চৌগাছা হাঁসাডাঙ্গা এলাকায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পার্শ্ববর্তী মা দূর্গা আশ্রম এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশে সময় কাটাতেই সারা বছরই কমবেশি মানুষজন ছুটে আসেন দূর দূরান্ত থেকে। বর্তমানে শরতের আগমন জানান দিয়ে যায় বিল সংলগ্ন এলাকায় গজিয়ে ওঠা ফুরফুরে সাদা মেঘের মতো কাশফুলের বাহার। যা মন্দিরের পরিবেশকে আরো দৃষ্টিনন্দন করে তুলছে। মন্দির প্রাঙ্গনে সারা বছরই মা দুর্গার আরাধনা হয়। তবে দুর্গোৎসবের ক'দিন দেবী দুর্গার মূর্তি মন্দিরের বাইরে নিয়ে এসে পূজা অর্চনা করেন ভক্তবৃন্দরা। তবে চলতি বছরে দূর্গা পূজার বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে সুদূর বেনারস ১০ সদস্যের এক সন্ন্যাসী দল এসে মহা ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত জলঙ্গি নদীর বিলে সন্ধ্যারতী করবেন। যা মা দূর্গা আশ্রমের এই বছরের পূজার দিনগুলি স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে বহিরাগত দর্শনার্থীদের কাছে আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে দাবি মন্দির কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের।

খাবারে বিষক্রিয়ায় গুরুত্বর অসুস্থ্য হয়ে মৃত্যু হল এক শিশু

ইসলামপুর খাবারে বিষক্রিয়ায় গুরুত্বর অসুস্থ্য হয়ে মৃত্যু হল এক শিশু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসা চলছে দুই শিশুর। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ইসলামপুর থানার গরহনডাঙ্গা এলাকায়। বাড়িতে হঠাৎ অসুস্থ্য হয়ে পড়ে তিন শিশু। পরিবারের লোকজন তাদের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে গিয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়। বাকি দু জনের চিকিৎসা চলছে।বাসিন্দারা বলছে স্কুল থেকে ফেরার পর অসুস্থ হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি ওই তিন শিশু স্কুলেই আসে নি। গোটা ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

যানজটের কারণে দুর্ঘটনার কবলে বেসরকারি বাস জখম ছয়

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ চোদ্দো অক্টোবর বিকাল থেকে ষাটনং জাতীয় সড়কে শুরু হয়েছে যানজট । যানজটের কারণে অধিকাংশ বাস চিনপাই থেকে হাজরাপুর,জামথলিয়া, পারুলিয়া দিয়ে ঘুরে কড়িধ্যা হয়ে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড ঢুকছে । সোমবার সকাল ছয়টা কুড়ি নাগাদ সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে কড়িধ্যা হয়ে আসানসোল যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কড়িধ্যা দাতাবাবা তোরনের কাছে রাস্তার পাশে থাকা দেওয়ালে ধাক্কা মেরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি বেসরকারি বাস । বাসের চালক সহ ছয়জন জখম হয় । সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । স্থানীয় বাসিন্দা প্রতিমা চ্যাটাজী বলেন, প্রচন্ড জোরে আওয়াজ হয় কারেন্টের তার ছিঁড়ে যায় । ঘটনাস্থলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

নৈতিকতার ধার ধারে না এআই

কলকাতা ঃ ভুয়া ছবি সৃষ্টি করতে এতকাল অনেক সময়, অর্থ ও দক্ষতার প্রয়োজন হতো। আর এখন এআই নিমেষের মধ্যে আপত্তিকর ছবি সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। এই প্রযুক্তির বিকাশে বাধা সৃষ্টি না করে নৈতিকতার বেড়া লাগানো বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে।

বিনামূল্যের এক এআই সফ্‌টওয়্যার মানুষের শরীরের বিবর্তনের এক হিসেব সৃষ্টি করেছে। একাধিক মডেলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পেয়ে সেই সফ্‌টওয়্যার চোখ বা নাকের বর্ণনা দিতে পারে। এ ভাবে মানুষের শরীরের গঠন স্পষ্ট হয়ে যায়।

ব্যবহারকারীর পছন্দ অনুযায়ী সফটওয়্যারে সৃষ্টি করা ছবি বা ভিডিও ক্লিপের রূপ দেওয়া সম্ভব। আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কোনো সীমা নেই। গণিতজ্ঞ ও এআই বিশেষজ্ঞ হিসেবেব ক্রিস্টিয়ান বেনেফেল্ড মনে করেন, ''কোনো এআইএর অবশ্যই নৈতিকতাবোধ থাকে না। ঠিক সে কারণেই যে কোনো জিনিস একে অপরের সঙ্গে একত্রিত করা যায়।''

ফলে এআই ব্যবহার করে যৌন উদ্দিপক ও যৌনতাপূর্ণ ছবি সৃষ্টি করা সম্ভব। ট্রেনিং মডিউলগুলির উপর চোখ বোলালেই এমন ছবির চাহিদা টের পাওয়া যায়। চ্যাটজিপিটির উদ্ভাবক ওপেন এআইএর মতো পরিষেবা সংস্থা ছবি সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্লাউড ব্যবহার করে।

এর অর্থ, ছবি সৃষ্টির লক্ষ্যে কম্পিউটেশনের কাজ কোনো নিয়ন্ত্রিত সার্ভারে ঘটে। সিস্টেম বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে আপত্তিকর ছবি সৃষ্টির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু বিনামূল্যের এআই সফ্‌টওয়্যার ব্যক্তিগত কম্পিউটারে চলে। সেখানে কন্টেন্ট সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো বাধানিষেধ নেই। অর্থাৎ ক্লাউড সলিউশন কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। জার্মান এথিক্স কাউন্সিলের সদস্য ইয়ুডিট সিমোন বলেন, ''অবশ্যই নির্দিষ্ট কিছু প্রমপ্ট ও নির্দিষ্ট কিছু এনকোয়্যারি আগে থেকেই নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব। যেমন চ্যাট জিপিটির টেক্সটের ক্ষেত্রে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, এমন

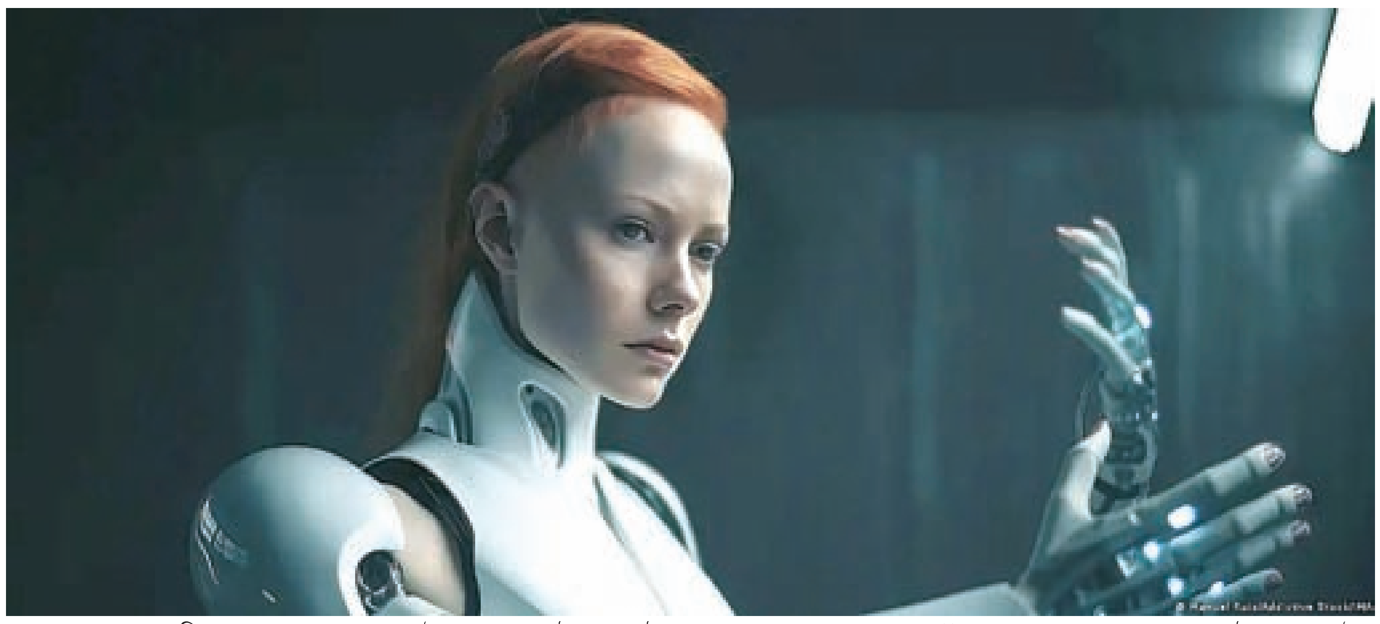

সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না অথবা এটা খুব বিতর্কিত বিষয়। ছবি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এমন কিছু বিষয়ের কথা ভাবা যেতে পারে। তবে এমন বাধা সৃষ্টি করে নীতিগতভাবে অপব্যবহার বন্ধ করা যাবে বলে আমি মনে করি না। এমন প্রচেষ্টা হয়তো কম রাখা যাবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নতুন প্রমপ্ট বা এনকোয়্যারির ভাষায় রদবদলের মাধ্যমে বিতর্কিত কনটেন্ট ঠিকই সৃষ্টি করা যাবে।''

ট্রেনিং মডেলগুলির মধ্যে প্রকৃত মানুষের মডেলের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। যেমন ক্রিস্টিয়ান বালে নামের এক অভিনেতা।তাঁর মডেলও ডাউনলোড করে নিজের ইচ্ছেমতো তাতে রদবদল করা যায়। এআইএর মাধ্যমে সৃষ্টি করা ছবি দেখতে প্রায় খাঁটি লাগে। আইনের চোখে বিষয়টি এখনো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। প্রো. আলেনা বুয়িক্স জানান, ''বর্তমানেই বেশ কিছু আইন চালু আছে, যেমন 'অকুপেশনল সেফটি', যা প্রাসঙ্গিক। অথবা বর্ণবাদ এড়াতে সাহায্য করে, এমন আইন এখনই প্রয়োগ করা সম্ভব। তথ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত মৌলিক বিধিও তাই। তবে বিকাশের এমন দ্রুত গতির পেছনে ধাওয়া করা বিশাল চ্যালেঞ্জ।''

প্রযুক্তিগত বিধিনিষেধ চাপানোর সময় আগেই পেরিয়ে গেছে। ইমেজ জেনারেটরগুলি মুক্ত ওপেন সোর্সের ভিত্তির উপর গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে সেগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। সেই টুলের যে কোনো ধরনের ব্যবহারও সম্ভব। এমন বিকাশ গ্রহণযোগ্য সামাজিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। হস্তক্ষেপের সুযোগও সীমিত।

এর ফলে ইন্টারনেট প্রকৃত ব্যক্তির ভুয়া ছবিতে ভরে যাচ্ছে। যেমন ব্যাটেল ট্যাংকের সামনে শান্তির দূত হিসেবে পায়রা নিয়ে ভ্লাদিমির পুটিন। ক্রিস্টিয়ানে বেনেফেল্ডের সিস্টেম এমন ছবি সৃষ্টি করতে ৩০ সেকেন্ডও সময় নেয় না। গণিতজ্ঞ ও এআই বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টিয়ান বেনেফেল্ড বলেন, ''আজকাল মানুষের পক্ষে এআই জেনারেটেড ছবির সঙ্গে খাঁটি ছবির পার্থক্য বোঝা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এআই ছবির মান অত্যন্ত ভালো। আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করছি, যেখানে খুব ভালো করে সবকিছু খতিয়ে দেখতে হবে। এআই জেনারেটেড ছবি চেনার লক্ষ্যে ওয়াটারমার্ক বাধ্যতামূলক হোক, সেটাই আমি চাই। সে ক্ষেত্রে যে কোনো মানুষ বুঝতে পারবেন, যে ছবিটি স্বাভাবিক উৎস থেকে আসেনি।''

নতুন এই এআই প্রযুক্তি ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে অনেক ভালো কাজ করতে পারে। এর নান্দনিক দিকও রয়েছে। যেমন ফ্রান্সের এক শিল্পী এই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ফ্যাশন জগতের একশো বছরের টাইম ট্রাভেল সৃষ্টি করেছেন।

এক এআই সফ্‌টওয়্যারের কল্যাণে সেটা সম্ভব হয়েছে।

হাজারো আর্থিক দাবি অপূর্ণ, তবু কেন বেতন বৃদ্ধি নেতাদের?

কলকাতা ঃ চাকরির দাবি, ডিএ বাড়ানোর দাবি তুললেই শুনতে হয় সরকারের অর্থ নেই। কিন্তু মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন ঠিকই বেড়ে যায়।

গত ৭ সেপ্টেম্বরে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, মন্ত্রী থেকে বিধায়ক, সব স্তরেই ৪০ হাজার টাকা করে বেতন বাড়ানো হবে। বিধায়করা বেতন ও ভাতা মিলিয়ে মাসে পান ৮১ হাজার ৮৭০ টাকা। আইন সংশোধিত হলে সেটা বেড়ে হবে মাথাপিছু এক লক্ষ ২১ হাজার ৮৭০ টাকা। একইভাবে নজরকাড়া হয়ে দাঁড়াবে মন্ত্রীদের প্রাপ্যও।

এর আগেও বেড়েছে মন্ত্রী-বিধায়কদের ভাতা। ২০১৯ সালে এক হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়। তার আগে ২০১৭ সালে বিধায়ক, মন্ত্রীদের বেতন আইন সংশোধিত হয়েছিল।

স্কুলের শিক্ষক থেকে গ্রুপ ডি কর্মী, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযোগে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। তা নিয়ে মামলা ও তদন্ত চলছে। মেধাতালিকায় নাম থাকা চাকরিপ্রার্থীরা টানা অবস্থান আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি কেন, প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনকারীরা।

মাসের পর মাস বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন নদিয়ার বাসিন্দা, চাকরিপ্রার্থী আবু নাসের। শিক্ষক নিয়োগের একাধিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নাসের বলেন, বিধায়করা জনপ্রতিনিধি, তারা জনগণের সেবা করেন। তাদের সকলের উচিত বর্ধিত বেতন প্রত্যাখ্যান করা। সরকারি কর্মীরাও বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ১০ ও ১১ অক্টোবর কর্মীদের একটা বড় অংশ কর্মবিরতি পালন করেন। তাদেরও প্রশ্ন, মন্ত্রী-বিধায়কদের বাড়তি বেতন দিতে যে টাকা খরচ হবে, তা কেন কর্মীদের বকেয়া মেটাতে সরকার ব্যয় করবে না? রাজ্যের কাছ থেকে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংগঠন এক জায়গায় এসেছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ব্যানারে। মঞ্চের আহবায়ক ভাস্কর ঘোষ ডয়চে ভেলেকে বলেন, একজন বিধায়ক মাসে ৮১ হাজার টাকা বেতন-ভাতা পেলেও বলা হচ্ছে, তাদের চা খাওয়ার টাকা থাকে না। পশ্চিমবঙ্গের জীবনযাত্রার মান এতটাই উন্নত হয়েছে যে ৮১ হাজার টাকায় চলছে না!

সেপ্টেম্বরে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই বিরোধী

দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, তারা বেতন বৃদ্ধিকে সমর্থন করছেন না। কোনো বিজেপি বিধায়ক বাড়তি টাকা নেবেন না। আইন অনুযায়ী টাকা অ্যাকাউন্টে এলে সেটা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হবে না।

শুভেন্দুর বক্তব্য, যে রাজ্যে কর্মসংস্থান নেই, সাধারণ মানুষ কাজ করতে ভিন রাজ্যে যায়, যেখানে চাকরিপ্রার্থীরা নিযোগের দাবিতে অবস্থান করেন, সরকারি কর্মীরা বকেয়া পান না, সেখানে মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কেন? শুভেন্দু বলেছেন, তিনি বর্দিত বেতন নেবেন না। বাকি বিজেপি বিধায়করা কী করবেন, কোথা বাড়তি টাকা দান করবেন, তা পরে জানাবেন।

এই একই প্রশ্ন তুলেছেন বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্ব। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, শিক্ষা নেই, চাকরি নেই, ডিএ নেই। আর সরকার নেতা-মন্ত্রীদের বেতন বাড়াচ্ছে! এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে?

রাজ্যের কোষাগারের অবস্থা ভালো নয়, সে কথা শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের মুখেও বারবার শোনা গিয়েছে। এ কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়েছে তারা। রাজ্যে যখন বিপুল টাকা ঋণের বোঝা, সেই সময় বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি করে খরচের বহর আরো বাড়ানো হচ্ছে কেন, অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা এই প্রশ্ন তুলছেন। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, আমাদের রাজ্যে বিধায়কদের বেতন অন্যান্য রাজ্য থেকে কম। তাই বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাস্তবসম্মত। এ বারের ঘোষণা কার্যকর করার জন্য দুটি সংশোধনী বিল রাজ্যকে পাশ করাতে হবে বিধানসভায়। কিন্তু দুটি বিলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস অনুমোদন দেননি।

সোমবার দুটি সংশোধনী বিল পেশ করা হলেও তা নিয়ে আলোচনা হয়নি। সাবেক বাম বিধায়কের প্রয়াণে সভার কাজ মুলতুবি করে দেন অধ্যক্ষ বিমান বংদ্যোপাধ্যায়। বিজেপির দাবি, এই বিল নিয়ে আলোচনা সম্ভবই ছিল না যেহেতু রাজ্যপাল এতে স্বাক্ষর করেননি।

ফলে আপাতত বেতন বৃদ্ধির পরিকল্পনা কার্যকর হচ্ছে না। ভবিষ্যতে বিল পাশের পরও তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে রাজভবনে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা কার্যকর করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েছে রাজ্য সরকার।

এই রাজনীতির টানাপোড়েন অনেকদিন চলছে। কিন্তু দাবিপুরণ হবে কবে? আবু নাসেরের প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সবাইকে আইনি পথে চাকরি দেয়া হবে। মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বাড়ানোর জন্য যদি আইন সংশোধন করা যায়, তা হলে আমাদের নিযোগের জন্য কেন মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় আইন পাশ করানোর উদ্যোগ নিচ্ছেন না?

ভাস্করের মন্তব্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন মৌলিক পরিকাঠামোর মান উন্নত করা দরকার। লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। তার বদলে বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির উদ্যোগ প্রহসন ছাড়া কিছু নয়।

টুকরো খবর

জার্মানিতে স্কুলে ইহুদিবিদ্বেষ নিয়ে কী আলোচনা হয়?

বার্লিন ঃ ইসরায়েলের উপর হামাসের সন্ত্রাসী হামলা ও তারপর গাজায় ইসরায়েলের প্রতিশোধমূলক হামলার খবর জার্মানির স্কুল শিক্ষার্থীরা দেখেছে। শিক্ষকরা একটি বিষয় স্পষ্ট করার উপায় খুঁজছেন। সেটি হচ্ছে, ইহুদিবিদ্বেষ সহ্য করা হবে না। বার্লিনের রাস্তায় ফিলিস্তিনপন্থি মিছিলের সময় কয়েকজনকে ইসরায়েলের সাধারণ নাগরিকদের উপর সন্ত্রাসী হামলা হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। এই ঘটনায় দ্রুত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জার্মানির রাজনীতিবিদেরা। জার্মানিতে সহিংসতাকে প্রশ্রয় দেওয়া বা ঘৃণা উসকে দেওয়া বেআইনি। ইহুদিবিদ্বেষের অভিব্যক্তিসহ বর্ণবাদী শ্লোগান দেওয়া ফৌজদারি আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইসরায়েল-হামাস সংঘাত নিয়ে বার্লিনের স্কুলগুলোতে যে উত্তেজনা বাড়ছে তাতে অবাক নন 'ক্রয়েৎসব্যার্গ ইনিশিয়েটিভ অ্যাগেইনস্ট অ্যান্টিসেমিটিজমের' ডার্ভিস হিজার্সি। তিনি বলেন, ইহুদিবিদ্বেষসহ সবধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়ার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে প্রতিরোধ। ''যারা 'শান্তিপূর্ণ সময়ে' মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত বা ইসরায়েল সংক্রান্ত ইহুদিবিদ্বেষের মতো বিষয়গুলো নিয়ে ভাবে না, তারা সংকটের সময় এমন সংঘাতের ব্যাপারে ঠিকমতো প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না,'' বলে মনে করেন তিনি। হিজার্সি বলেন, ইসরায়েলে সন্ত্রাসী হামলা এবং তারপর গাজায় প্রতিশোধমূলক হামলার পর তার ও তার দলের কাছে অনেকে প্রশ্ন করছেন, পরামর্শ চাইছেন। যেমন 'কেউ বলছেন এক মিনিট নীরবতা পালন করা উচিত কিনা, ইহুদি স্কুল থেকে অতিথি শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানানো উচিত কিনা ইত্যাদি'। ইহুদিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে ২০ বছরের বেশি সময় ধরে লড়াই করা সাবেক শিক্ষক হিজার্সি বলেন, সবকিছুর জন্য একক কোনো উত্তর নেই। তবে তার পরামর্শ, 'শান্ত থাকুন, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুণ এবং শিক্ষাগতভাবে যেটা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় সেভাবে আবেগকে ব্যবহার করুন'। হিজার্সির সংগঠন এখন শিক্ষক ও সমাজকর্মীদের জন্য পরামর্শ সেবা শুরু করেছেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৪০ জনের বেশি আবেদন করেছেন। এই সংখ্যা প্রমাণ করছে বার্লিনের স্কুলগুলোতে

অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, বলেন তিনি। ইহুদিবিদ্বেষ শুধু বার্লিনের স্কুলগুলোর জন্য সমস্যা নয়, গত মে মাসে সাক্সোনি রাজ্যের এক স্কুলের দুই শিক্ষার্থী আউশভিৎস কনসেনট্রেশন ক্যাম্প সফরের সময় হিটলার স্যালুট প্রদর্শন করেছিল। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, জার্মানির সব রাজনৈতিক শিবিরে ইহুদিবিদ্বেষ আছে। ২০২২ সালে অ্যামেরিকান জিউয়িশ কমিটি এজিসির করা এক গবেষণা বলছে, জার্মানির মূলধারার সমাজে ইহুদিবিদ্বেষ 'গভীরভাবে গেঁথে' রয়েছে। প্রোফেশনাল এসোসিয়েশন অফ জার্মান সাইকোলজিস্ট সংগঠনের ক্লাউস জাইফ্রিড ডয়চে ভেলেকে জানান, বার্লিনে মুসলিম পরিবার থেকে আসা বেশিরভাগ শিশু ও তরুণ জার্মান সমাজে ভালোভাবে মিশে গেছে। অনেক গবেষণা দেখা গেছে, ইহুদিবিদ্বেষ সাধারণত সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের তুলনায় অভিবাসনের ইতিহাস থাকা মানুষ ও মুসলমানদের মধ্যে বেশি বিস্তৃত নয়। তবে ইসরায়েল সংক্রান্ত ইহুদিবিদ্বেষের ক্ষেত্রে মুসলমান ও অভিবাসনের ইতিহাস থাকা মানুষদের মধ্যে ইহুদিবিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশের সংখ্যা বেশি। ২০২০ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, জরিপে অংশ নেয়া ৪০.৫ শতাংশ মুসলমান (জার্মান নাগরিক এবং নাগরিক নন এমন মানুষও) ইসরায়েলকে নিয়ে করা ইহুদিবিদ্বেষমূলক বিবৃতির পক্ষে একমত প্রকাশ করেছেন। আর ৫.২ শতাংশ প্রোট্যাস্ট্যাঃট, ৭.১ শতাংশ ক্যাথলিক ও কোনো ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকা ৯.৪ শতাংশ মানুষ পক্ষে ছিলেন। 'গেজিস্ট সাইগেন' (আপনার মুখ দেখান) নামের একটি সংগঠন সহনশীলতার প্রতি জার্মান তরুণদের সংবেদনশীল করার কাজ করে। ইয়ান ক্রেবস ১৩ বছর ধরে সেখানে কাজ করছেন। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করেন তারা। আলোচনায় তরুণদের সম্পৃক্ত করতে তারা অনেকসময় অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত প্রশ্ন করে থাকেন। যেমন ''নব্যনাৎসিরা কি ড্যোনার কাবাব খায়?'' এতে কাজ হয় বলে জানান ক্রেবস। ক্লাউস জাইফ্রিড মনে করেন, শুধু স্কুলের পক্ষে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। অভিভাবকদেরও প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। ক্লাউস বলেন, সবার কাছে পৌঁছা সম্ভব নয়, কিন্তু অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করা স্কুলগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বলে তাদের এক মুখপাত্র ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন।

জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বন্ধের চেষ্টায় ইইউ

দুবাই ঃ নভেম্বরে দুবাইয়ে অনুষ্ঠেয় জলবায়ু সম্মেলন কপ২৮-এ সারা বিশ্বে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার একেবারে বন্ধ করার বিষয়ে জোর দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইইউ। ইইউর পরিবেশ মন্ত্রীদের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়।

পরিবেশমন্ত্রীদের বৈঠক শেষে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলো ৩০ নভেম্বর দুবাইয়ে শুরু হতে যাওয়া জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী অপ্রশমিত জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারে পর্যায়ক্রমে কমিয়ে চলতি দশকের শেষ নাগাদ একেবারে বন্ধ করার পক্ষে জোর মতামত রাখবে। ইইউর পরিবেশমন্ত্রীরা মনে করেন, জলবায়ু-নিরপেক্ষ অর্থনীতিতে যেতে হলে এই দশকে অপ্রশমিতশ্ম জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার সারা বিশ্বে পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে হবে।

পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে, কয়লা, তেল এবং গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের ফলে সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরি হয় এবং তা জলবায়ু পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। ইইউ পরিবেশমন্ত্রীদের বৈঠকে প্রথমে সব ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার প্রস্তাব রেখেছিল ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, স্লোভেনিয়াসহ ১০টি দেশ। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ১০টি দেশ সেই প্রস্তাবের কঠোর বিরোধিতা করে। সেই তালিকার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সোচ্চার ছিল চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, ইটালি, মাল্টা, পোল্যান্ড। তাদের মতে, একবারে সব ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধের দিকে না গিয়ে পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার কৌশল হিসেবে এই দশকের মধ্যে শুধু অপ্রশমিত বা 'আনঅ্যাবেটেড' জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করার উদ্যোগ নিলে সব দিক থেকে ভালো হবে। শেষ পর্যন্ত বৈঠকে তাদের মতই গৃহীত হয়।

সম্পাদকীয়

একটি টিশার্ট তৈরিতে ৪১০০ লিটার, এক জোড়া জুতায় ৮০০০ লিটার জল খরচ হয়

জল যেকোনো প্রাণী ও উদ্ভিদকোষের জন্য একটি প্রধান উপাদান। জল ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব। তাই পৃথিবীর প্রায় সব জীবের জীবনধারণের জন্যই জল অত্যাবশ্যক পদার্থ। প্রতিবছর জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন করে থাকে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'জল জীবন, জল খাদ্য, কাউকে পেছনে ফেলে নয়'। বিশ্বব্যাপী কৃষি জল ব্যবহারকারীদের মধ্যে বৃহত্তম অংশীজন, আর জলের প্রাপ্যতা শস্যের ফলন ও খাদ্য উৎপাদনকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে। দক্ষ সেচব্যবস্থাপনা ও পর্যাপ্ত জলসম্পদের সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি দেশের জনগণের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করে। যদিও পৃথিবীর অনেক অংশেই জলের অভাব আছে। অদক্ষ জল ব্যবস্থাপনার কারণে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভূগর্ভস্থ জলের অপরিমিত উত্তোলনে জলের সংকট আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। খাদ্য উৎপাদন গতিশীল রাখতে জলসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। আধুনিক ও দক্ষ সেচব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার এবং কম জলের চাহিদাসম্পন্ন ফসলের জাত চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর সম্ভব। ভূপৃষ্ঠের ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ জুড়ে জলের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রাপ্ত এই জলের ৯৬ দশমিক ৫ শতাংশ পাওয়া যায় মহাসাগরে, ১ দশমিক ৭ শতাংশ ভূগর্ভে, ১ দশমিক ৭ শতাংশ হিমশৈল ও তুষার হিসেবে। আর একটি ক্ষুদ্র অংশ অন্যান্য বড় জলাশয়ে এবং শূন্য দশমিক .০০১ শতাংশ বায়ুমণ্ডলে রয়েছে যা মেঘ, জলীয় বাষ্প, বৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদি রূপে বিদ্যমান। যদিও ভূপৃষ্ঠের চার ভাগের তিন ভাগ জল তার বেশির ভাগই (৭১ শতাংশ) হচ্ছে লবণাক্ত। মাত্র ৩ শতাংশ হচ্ছে মিষ্টি জল, যা

আবার সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা যায় না। এই ব্যবহারযোগ্য মিষ্টি জল বিভিন্ন সেক্টর, যেমন কৃষি, শিল্প ও গৃহস্থালি কাজে সমভাবে ব্যবহৃত হয় না। কৃষি সেক্টরে সবচেয়ে বেশি প্রায় ৭২ শতাংশ জল ব্যবহার হয়ে থাকে, যা শিল্পে ১২ শতাংশ এবং গৃহস্থালিতে ১৬ শতাংশ। একটি সুতার টিশার্ট তৈরি করতে ৪১০০ লিটার জল খরচ হয়, এক জোড়া জুতা তৈরিতে ৮ হাজার লিটার জল ব্যবহার হয়, ১৫০ গ্রামের একটি হ্যামবার্গার তৈরি করতে ২ হাজার ৪০০ লিটার জল খরচ হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে জলের অপচয় কমাতে পারলে সবার জন্য জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে। সাধারণত এক ক্যালরি খাদ্যকে সেচের আওতায় আনতে এক লিটার জল প্রয়োজন। এ ছাড়া বিশ্বে গড়ে ১ কেজি ধান, গম, ভুট্টা, সয়াবিন, বার্লি, সরগাম, মিলেট, কফি, চা, বিফ, পর্ক, মাটন, চিকেন উৎপাদন করতে যথাক্রমে ২২৯০, ১৩৩৪, ৯১০, ১৭৯০, ১৩৯০, ২৮৫০, ৪৬০০, ১৭৩৭০, ৯২০০, ১৫৪০০, ৪৮০০, ৪০০০, ৩৯০০ লিটার জলের প্রয়োজন হয়। কৃষিকাজের জন্য মূলত ভূউপরিস্থ (নদী, হ্রদ, জলাশয়) এবং ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে জল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কম বৃষ্টিসম্পন্ন অঞ্চলে প্রধানত ভূগর্ভস্থ জলেই সেচকাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গত ৭০ থেকে ৮০ বছরে কূপ খনন করে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের ফলে বিশ্বে লাখ লাখ মানুষ দারিদ্র্য ও ক্ষুধার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু এই মিষ্টি জলের প্রাপ্যতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং ক্রমাগত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান জলসম্পদের মজুত কমে যাচ্ছে। জলসম্পদ কমে যাওয়ার কারণে বিশ্বের প্রায় একতৃতীয়াংশ মানুষ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় রয়েছে প্রান্তিক কৃষক, নারী, আদিবাসী ও শরণার্থী জনগোষ্ঠী। বিশ্বের প্রায় ১ দশমিক ১ বিলিয়ন মানুষ নিরাপদ জল ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং প্রায় ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন মানুষ বছরে এক মাস ব্যবহারযোগ্য জলের সংকটে ভুগছে। গত দুই দশকে মাথাপিছু মিষ্টি জলের প্রাপ্যতা কমেছে প্রায় ২০ শতাংশ। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ২০৫০ সাল নাগাদ প্রায় ৮০ ভাগ কৃষিজমি সেচের জলের সমস্যায় পড়বে। গবেষণায় দেখা গেছে, দক্ষিণ এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার মোট চাষযোগ্য জমির যথাক্রমে প্রায় ৪৬, ৩২, ৪৪, ৪৯, ২৪ এবং ২৫ শতাংশ জমিতে জলের অভাবে চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। জলের অপ্রাপ্যতার কারণে বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন কমে যেতে পারে। ফসল চাষাবাদে পর্যাপ্ত সেচ দিতে পারলে প্রায় ৪০০ গুণ বেশি খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ২০৫০ সাল নাগাদ সুপেয় জলের চাহিদা প্রায় ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং ২০৫০ সালে বর্ধিত ৯ বিলিয়ন জনসংখ্যার জন্য প্রায় ৭০ শতাংশ বেশি খাবার উৎপাদন করতে হবে। তাই কম জল ব্যবহার করে কীভাবে বেশি খাদ্য উৎপাদন করা যায়, সেই বিষয়ে গবেষণা জোরদার করতে হবে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজে, কৃষিতে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে, বিভিন্ন সামগ্রী তৈরিতে প্রচুর জলের অপচয় করে থাকি। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত কলকারখানা ও পয়ঃপ্রণালির আবর্জনা পুকুর, খাল, জলাশয়, হ্রদ ও নদীতে মিশে জলকে দূষিত করছে।

হামাস ধ্বংস হলে গাজার ক্ষমতায় থাকবে কে

গাজায় সর্বাত্মক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরায়েল। এতে বেসামরিক নাগরিক ও হামাসের হাতে বন্দীদের মৃত্যু বাড়লে যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রভাবশালীদের প্রতিক্রিয়া কী হবে? ইসরায়েল হামাসকে ক্ষমতাচ্যুত ও ধ্বংস করতে চায়। হামাস না থাকলে গাজায় ক্ষমতায় কে থাকবে? কারণ, সেখানে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাহলে কি গাজায় ইসরায়েলের প্রত্যক্ষ দখলদারি প্রতিষ্ঠিত হবে? এমন হলে সংকট আরও জটিল রূপ নেবে।

আলী রীয়াজ
প্রাবন্ধিক

গাজায় ইসরায়েলি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে যে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, সেখানে যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলছে এবং এক ভয়াবহ শরণার্থী পরিস্থিতির সূচনা হতে যাচ্ছে, তার সাম্প্রতিক পটভূমি সবার জানা। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামাসের সামরিক অভিযানের পর ইসরায়েল গাজায় নির্বিচার বিমান হামলা শুরু করে। এখন স্থল, জল আকাশপথে হামলার প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত।

১৯৭৩ সালের 'ইয়ম কিপুর' যুদ্ধের ৫০তম বার্ষিকীর পরদিন ভোরে হামাস ইসরায়েলে কয়েক শ রকেট নিক্ষেপ করে। একই সঙ্গে আকস্মিক স্থল অভিযান চালায়, যাতে প্রায় ১ হাজার ৪০০ ইসরায়েলি নিহত হন। অন্তত ১৫০ ইসরায়েলিকে বন্দী করে গাজায় নিয়ে আসা হয়েছে। নিহত ও বন্দীদের মধ্যে ইসরায়েলি ছাড়াও আছেন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি দেশের নাগরিক। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ইসরায়েল অবিরাম বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে কমপক্ষে ২ হাজার ৬০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ৭৫০ শিশু ও ৫২৮ নারী রয়েছেন। ইসরায়েলের এসব হামলার লক্ষ্যবস্তু হাসপাতাল ও বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকদের ঘরবাড়ি। ইসরায়েল ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে, তারা উত্তর গাজায় স্থল অভিযান চালাবে। তাদের নির্দেশে সেখানকার ১১ লাখ ফিলিস্তিনি গাজার দক্ষিণাঞ্চলে সরে যাচ্ছেন। এই পদক্ষেপ ইতিমধ্যে শরণার্থী পরিস্থিতি তৈরি করেছে। মিসরের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ থাকায় শরণার্থীদের থাকতে হবে গাজায়। ইতিমধ্যেই খাবার, জল, এমনকি ওষুধের সংকট দেখা দিয়েছে। তাঁদের কাছে সাহায্য পৌঁছানোর কোনো ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না।

কয়েক দিন ধরে গণমাধ্যমে প্রতিনিয়ত সাম্প্রতিক এই ঘটনাবলি প্রচারিত হলেও এই অসম যুদ্ধের কারণ যে ৭ অক্টোবরে হামাসের অভিযান নয়, তা ফিলিস্তিনের ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা বুঝতে পারেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ফিলিস্তিনিদের গৃহহীন করা, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমারেখাকে অগ্রাহ্য করে ইসরায়েল রাষ্ট্রের সীমান্ত তৈরি এবং ক্রমাগত ফিলিস্তিনিদের তাঁদের ভূমিতেই অধিকারহীন করার যে প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক সমর্থনে ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদদে চলছে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি তারই ধারাবাহিকতামাত্র।

সর্বশেষ অধ্যায়ের সূচনা প্রকৃতপক্ষে ২০০৭ সালে। গাজায় হামাস নির্বাচিত হওয়ার পর ১৬ বছর ধরে সেখানে ইসরায়েলের অবরোধ চলছে। এই অবরোধের ফলে সেখানকার ২৩ লাখ মানুষ কার্যত একটি উন্মুক্ত কারাগারে বাস করছেন.এটিই ৭ অক্টোবরের পটভূমি। হামাসের পক্ষ থেকে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ ও গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলা নতুন ঘটনা নয়। ২০১২, ২০১৪ ও ২০২১ সালেও দুই পক্ষে বড় ধরনের সংঘাতের ইতিহাস আছে। এসব যুদ্ধে বিশেষত ২০১২ ও ২০১৪ সালে দুই পক্ষ সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু তাতে ফিলিস্তিনিদের লাভ হয়নি। এসব চুক্তির অনেক বিষয়ই ইসরায়েল বাস্তবায়ন করেনি।

আগের সংঘাতের তুলনায় এবার ইসরায়েলে হামাসের হামলা অনেক বড় এবং এর প্রতিক্রিয়াও হবে বড়। আক্রমণের মাত্রা ও কৌশলের দিক থেকে হামাস ইসরায়েলকে বিস্মিত ও পরাভূত করেছে। ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা ও প্রতিরক্ষা বাহিনী এত দিন যে অপরাজেয় ভাবমূর্তি, এমনকি দম্ভ তৈরি করতে পেরেছিল, এই হামলা তাকে চূর্ণ করে ফেলেছে। ফলে এবার ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া হবে আরও বেশি ভয়াবহ। তারা দেখাতে চাইবে, প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা কোনো বাধা মানবে না। এটি নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের ইঙ্গিত দেয়। আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির কোনো তোয়াক্কা ইসরায়েল করে না, তা যে আরও নগ্নভাবেই ঘটবে, ইতিমধ্যেই তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। তবে ইসরায়েলের এই নির্বিচার বোমা হামলায় হামাসের হাতে বন্দীদের যে মৃত্যু ঘটছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও বাড়বে, সেটা ইসরায়েলি বাহিনীর জন্য কতটা বাধা হবে, সেটা দেখার বিষয়। এসব নিয়ে ইসরায়েলে নেতানিয়াহু সরকারের ওপরে চাপ বাড়বে, এমন অনুমান করা যায়।

হামাসের এ অভিযান দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ফসল। এর প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, তা বিবেচনা না করেই হামাস এ ধরনের

পদক্ষেপ নিয়েছে বলে মনে হয় না। তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়, হামাস কেন এখন এ ধরনের অভিযানের সিদ্ধান্ত নিল। অবস্থাদৃষ্টে আরও প্রশ্ন ওঠেহামাসের জন্য এই হামলার প্রতিক্রিয়া কী ইসরায়েল যে ব্যাপক অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে, তার লক্ষ্য কী এবং এই সংঘাত অতীতের মতো গাজা ও ইসরায়েলেই সীমিত থাকবে কি না। হামাস একাধিক কারণে এমন বড় হামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। এর মধ্যে আছে আঞ্চলিক রাজনীতিতে পরিবর্তন। কয়েক বছর ধরে ইসরায়েলের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় দেশগুলোর সম্পর্কের উন্নতি হামাসের জন্য বড় ধরনের এক ধাক্কা হিসেবে হাজির হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র কার্যত ফিলিস্তিনিদের পাশ কাটিয়ে কিংবা বলা যেতে পারে ফিলিস্তিন প্রশ্নকে বাদ দিয়ে এই অঞ্চলে যে শান্তি প্রতিষ্ঠার কূটনীতি শুরু করেছিল, তা হামাসের জন্য অস্তিত্বের সংকট তৈরি করেছে। এ ক্ষেত্রে সৌদি আরবইসরায়েল সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ হলে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে বলে মনে হয় না। ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তির আওতায় পশ্চিম তীরে মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন যে 'ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র', তা আর ফিলিস্তিনিদের স্বপ্ন দেখায় না।

ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও হামাসের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে থাকবে। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এক বছরের বেশি সময় ধরে সংকটে আছেন। তাঁর প্রতি সমর্থন কমছিল এবং তিনি বিভিন্ন আইনি সমস্যার মোকাবিলা করছিলেন। নিজেকে রক্ষায় তিনি ফিলিস্তিন প্রশ্নে আরও উগ্রপন্থী নীতি গ্রহণ করছিলেন, এতে তিনি আরও উগ্র দলের সমর্থন পেয়েছেন। হামাস বুঝে গেছে, এই ধারা অব্যাহত থাকলে ইসরায়েলের ক্ষমতায় যাঁরা আসবেন, তাঁরা আরও বেশি যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠবেন। হামাসের নেতৃত্বের এ ধারণার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করা যায়। নেতানিয়াহু যেভাবে বিপদগ্রস্ত হচ্ছিলেন, এই হামলা তাঁকে সেই বিপদ থেকে রক্ষাই করবে।

হামাসের ওপরে ইসরায়েলের এই হামলার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া হতে পারে দুই ধরনের। প্রথমত, একে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে হামাস, হিজবুল্লাহ, ইসলামিক জেহাদের মধ্যে একধরনের ঐক্য গড়ে উঠবে। এর প্রতি ইরান ও সিরিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষদুই ধরনের সমর্থন থাকবে। হামাস একে ইতিবাচক বলেই বিবেচনা করছে। এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু এর ভূরাজনৈতিক দিক বিবেচনা নেওয়া দরকার। ইরান ও সিরিয়ার প্রধান সমর্থক হচ্ছে রাশিয়া। রাশিয়া এ ধরনের অস্থিতিশীলতার প্রতি সমর্থন দেবে না। কেননা এতে এই অঞ্চলে রাশিয়ার স্বার্থ ও প্রভাব ক্ষুণ্ন হবে। ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও প্রভাব কমেছে। এখন এ ধরনের একটি জোট যদি ইসরায়েলের ভেতরে ও বাইরে অনিয়ন্ত্রিত হুমকি হিসেবে হাজির হয়, তবে তা যুক্তরাষ্ট্রকে আবারও এই অঞ্চলে প্রভাবশালী করতে সাহায্য করবে। সেটা নিশ্চয় রাশিয়ার স্বার্থের পক্ষে যাবে না।

একই বিবেচনায় চীনের অবস্থানও অনুরূপ। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ইতিমধ্যে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের সঙ্গে এক ঘণ্টার বেশি সময় আলোচনা করেছেন। এটা আপাতদৃষ্টে বিস্ময়কর মনে হলেও হামাসের অভিযানকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে সংঘাত যুক্তরাষ্ট্র ও চীনউভয়ের স্বার্থের বিরুদ্ধেই যায়।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে, ইসরায়েল গাজায় অভিযান চালিয়ে হামাস নেতৃত্বের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে সক্ষম হবে। ইতিমধ্যেই জাতিসংঘে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত তাঁদের অভিযানের এমন লক্ষ্যের কথাই বলেছেন। এ ধরনের লক্ষ্য রাজনৈতিক রেটরিক (বাগাড়ম্বর) হিসেবে যেমনটা শোনায়, বাস্তবায়নের পথ ততটাই কঠিন। কেননা এর জন্য দরকার গাজার সর্বত্র ইসরায়েলের উপস্থিতি।

২০১৪ সালে ইসরায়েল গাজায় যখন অভিযান চালিয়েছিল, সেই সময় কয়েক মিটার এলাকা দখল করতেই দুই সপ্তাহ লেগেছিল। এবার পরিস্থিতির আরেকটি দিক হচ্ছে, হামাসের হাতে বন্দী ইসরায়েলিরা। ইসরায়েলের গোয়েন্দারা জানেন না, বন্দীরা কোথায় আছেন, কাদের হাতে আটক আছেন এবং এ ধরনের অভিযান তাঁদের মৃত্যুই ডেকে আনবে কি না।

এ ধরনের অভিযানে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটবে। এতে এখন পর্যন্ত যাঁরা ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন করছেন, তাঁরা সেই অবস্থানে থাকবেন কি না, সেটা বিবেচ্য। সাধারণ নাগরিকদের প্রাণহানির ঘটনায় ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় সংগত কারণে প্রতিবাদ হচ্ছে, এই প্রতিবাদ আরও বাড়বে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে বিদেশি বন্দীদের বিষয়। ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র আগের মতোই সমর্থন অব্যাহত রেখেছে। এতে আগেও ব্যত্যয় হয়নি, এবারও হবে না। এটি দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির দ্বিচারিতার একটি উদাহরণ।

ইসরায়েলের অভিযানে হামাসের হাতে বন্দী মার্কিন নাগরিকের মৃত্যু হলে তা যুক্তরাষ্ট্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে। গত বুধবার করা এক জনমত জরিপে দেখা যায়, ৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত প্রত্যক্ষভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন করা। কিন্তু লক্ষণীয় হচ্ছে, ৪৫ বছরের কম বয়সী উত্তরদাতাদের মাত্র ৪৫ শতাংশ এমন মনে করেন।

সংঘাত অব্যাহত থাকলে এবং ইসরায়েলের অভিযানে মার্কিন নাগরিক নিহত হলে এ অবস্থা থাকবে কি না, সেটা নিশ্চিত নয়। তদুপরি এখন পর্যন্ত মার্কিন গণমাধ্যমগুলোতে গাজার ধ্বংসযজ্ঞের ছবি দেখানো হচ্ছে সীমিত আকারে। এটা বাড়লে জনমতে তার প্রভাব পড়বে।

গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় হচ্ছে, তাকে কেবল গাজা ফ্রন্ট মোকাবিলা করলেই চলবে না। দেশের উত্তরাঞ্চলের সীমান্তে সিরিয়া ও লেবানন থেকে হিজবুল্লাহর চাপ আসতে পারে। ইতিমধ্যেই এই সীমান্তে ইসরায়েলের ভেতরে রকেট নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। হিজবুল্লাহর প্রধান সমর্থক ইরান এই যুদ্ধে জড়াতে আগ্রহী হবে না। তবে ইরানি নেতারা হিজবুল্লাহকে এ কাজ থেকে বিরত রাখবেন, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। এ ছাড়া একই সময়ে পশ্চিম তীরেও প্রতিবাদ ও সহিংসতা শুরু হতে পারে। ফলে গাজায় অভিযান চালালে ইসরায়েলকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

এতৎসত্ত্বেও এটা নিশ্চিত, ইসরায়েল প্রতিশোধের ভয়াবহতা দেখাতে গাজায় স্থল অভিযান চালাবে। তাদের কথিত লক্ষ্য হামাসকে ধ্বংস করা হলেও আশু লক্ষ্য হবে গাজার উত্তর এলাকা দখলে নেওয়া। গাজার একটি অংশকে কার্যত ফিলিস্তিনিদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এনে সেটা নিয়ে আগামী কয়েক মাস বা বছর ইসরায়েল দরকষাকষি করবে। হামাস ১৫০ জন বন্দী করেছে ইসরায়েলের হাতে তাদের ৫ হাজার ২০০ বন্দীকে মুক্তির জন্য। কিন্তু ইসরায়েল শেষ পর্যন্ত তাকে গাজা থেকে ইসরায়েলি সৈন্য প্রত্যাহারের শর্ত বানিয়ে ফেলতে চাইবে।

ইসরায়েলের নেতারা যদিও বলছেন, তাঁরা এই দফায় হামাসকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে এবং ধ্বংস করতে চান। কিন্তু তা আদৌ সম্ভব কি না, সেটা একটা প্রশ্ন। আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, এই লক্ষ্যে ইসরায়েল সফল হলে গাজার প্রশাসন কাদের দিয়ে পরিচালিত হবে? ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) সেখানে কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, হামাসের বাইরে সেখানে কোনো রাজনৈতিক শক্তি নেই। এর অর্থ দাঁড়াবে, ইসরায়েলের প্রত্যক্ষ দখলদারি প্রতিষ্ঠা। তার পরিণতি হবে আরও সহিংসতা, যা ইসরায়েলের ভেতরেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এসবই ইঙ্গিত দেয়, পরিস্থিতি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে জটিল রূপ নিয়েছে।

সাময়িকী

ইসরায়েলের হামলা নিয়ে আওয়ামী লীগবিএনপির মুখে কুলুপ কেন

বছর পাঁচেক আগের কথা। কমলাপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে গাজীপুরে যাচ্ছি। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছি। দৃশ্যগুলো ছুটে যাচ্ছে। ঘরবাড়ি, গরুছাগল, গাছপালা সরে সরে যাচ্ছে যেমন যায়। ক্রমশ সরে যেতে থাকা একটা দেয়ালে আচমকা চোখ আটকে গেল। দেয়ালে আলকাতরা জাতীয় কিছু দিয়ে বেশ বড় করে ইংরেজি হরফে লেখা, 'উই লাভ প্যালেস্টাইন। উই আর উইথ প্যালেস্টাইন'। কথাটা যে দেয়ালে লেখা, সেটি খুব বিবর্ণ। লেখাটাও মনে হচ্ছিল অনেক পুরোনো। কিন্তু সেই বিবর্ণ দেয়ালের অপস্রিয়মাণ লেখাটা দেখে মনে হচ্ছিল, যদি কোনো দিন কোনো ফিলিস্তিনির সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে তাঁকে বলব, 'দ্যাখো, আমরা যে তোমাদের সঙ্গে আছি, তা আমাদের মামুলি কথার কথা না। তোমাদের মুক্তির জন্য আমাদের প্রত্যন্ত গ্রামের অক্ষরজ্ঞানহীন একজন মানুষও প্রাণভরে দোয়া করে। তোমাদের ওপর হামলার খবর শুনলে আমাদের এখানে সবাই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করে। ফিলিস্তিন ইস্যুতে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, ডানবাম সব একাকার হয়ে যায়।' একটা সময় ছিল অন্তত এই একটি ইস্যুতে আমাদের সব দলের স্বতঃস্ফূর্ত ঐকমত্য ছিল। গাজা বা পশ্চিম তিরে ইসরায়েলি হামলায় রাস্তায় সবাই মিছিলে নামত। সেই মিছিলে যাঁরা যোগ দিতেন, তাদের প্রত্যেকের শারীরিক ভাষা বলে দিত, ফিলিস্তিনি মজলুমদের মুক্তি চাওয়ার বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো চালাকি নেই। কোনো ধান্দা নেই। কোনো স্বার্থ নেই। কাউকে খুশি বা কাউকে অখুশি করার উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কোনো ফিলিস্তিনির সঙ্গে দেখা হলে সেই কথাটি আর জোর দিয়ে বলতে পারব না। কারণ এবার গাজায় ইতিহাসের বর্বরতম ইসরায়েলি হামলায় যখন শত শত ভবন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সেই ধ্বংসাবশেষের নিচে যখন হাজারো নারীপুরুষশিশু বৃদ্ধের লাশ পচে গোটা গাজার আকাশবাতাসকে বীভৎস করে তুলছে যখন ফেরেশতার মতো ফুটফুটে শিশুদের ওপরও ইসরায়েলি হানাদারদের সামান্যতম দয়ামায়া দেখাতে দেখা যাচ্ছে না তখন আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর এক অদ্ভুত নীরবতা আর সতর্ক ও উপরচালাকি ভরা প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। যুগ যুগ ধরে ফিলিস্তিনের ওপর কিংবা হিজবুল্লাহ দমনের নামে লেবাননের ওপর যখন ইসরায়েল টানা বোমা হামলা চালিয়ে মানুষ খুন করতে থাকে, তখন যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘসহ পশ্চিমা মোড়লদের একটি মুখস্থ বক্তব্য ঝাড়তে দেখা যায়। সেটি হলো : 'এই সংকট সমাধানে উভয় পক্ষকে সংযত হতে হবে। আমরা উভয় পক্ষের প্রতি অস্ত্রবিরতির আহ্বান জানাই।' অর্থাৎ তারা এই কূটনৈতিক প্যাঁচ মারা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আগ্রাসনের শিকার ও আগ্রাসী শক্তিকে এক পাল্লায় মাপতে থাকে। তারা একপক্ষীয় নিষ্ঠুর হামলাকে 'সংঘাত' হিসেবে দেখাতে থাকে। তাদের কথায় মনে হতে থাকে, যেন দুটো সমান শক্তি সমান বর্বরতায় পাল্টাপাল্টি হামলা চালাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে তারা মূলত ইসরায়েলের বর্বরতাকেই 'জায়েজ' করতে থাকে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পশ্চিমারা তাদের সেই পাঠ আমাদের ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলগুলোকে পাখিপড়া করিয়েছে। মনে হচ্ছে, আমাদের নেতারা পশ্চিমাদের সেই চালাকি কথার গরল গেলাসে গেলাসে গলা পর্যন্ত গিলেছেন। ফিলিস্তিনের ওপর এবারের ইসরায়েলি হামলায় মনে হচ্ছে তাঁরা 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থায় পড়ে গেছেন। গত ৮ অক্টোবর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'আমরা ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন উভয়কে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের জন্য এবং দুপক্ষেই আরও নিরীহ প্রাণহানি এড়াতে অবিলম্বে অস্ত্রবিরতির আহ্বান জানাই।' খেয়াল করুন, যুক্তরাষ্ট্রের ভাষ্যের সঙ্গে এই বিবৃতির কী মারাত্মক মিল!

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতির অনেকটা সম্পূরক ব্যাখ্যার মতো করে ১০ অক্টোবর তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'বাংলাদেশ সব সময়ই যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের বিপক্ষে এবং যুদ্ধের নামে ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষকে জিম্মি করা কখনো সমীচীন নয়। এটি যুদ্ধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনেরও পরিপন্থী।' তিনি বলেছেন, 'সেখানে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তাতে ফিলিস্তিন বা ইসরায়েল যেখানেই হোক, সাধারণ মানুষের হত্যাকাণ্ড আমরা সমর্থন করি না।' ফিলিস্তিনের প্রতি এই ম্যাড়মেড়ে সমর্থন যে মোটেও কুণ্ঠামুক্ত নয়, তা না বোঝার কোনো কারণ নেই। এ ক্ষেত্রে বিএনপিও সরকারের লাইনে হাঁটছে। বিএনপির বিদেশে থাকা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তাঁর সোশ্যাল হ্যান্ডেল এক্সএ ফিলিস্তিন নিয়ে প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। দলটির দেশে থাকা নেতারা চুপটি করে আছেন। এই ধরনের ইস্যুতে সাধারণত বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিন্তু ফিলিস্তিন ইস্যুতে এবার তিনিসহ সব নেতাই নীরব হয়ে আছেন। খোদ যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সাধারণ মানুষকে সোচ্চার দেখা যাচ্ছে।

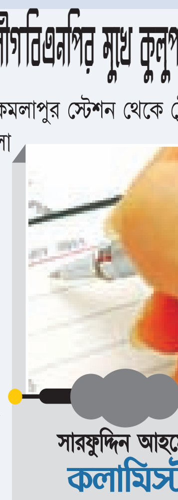

সারফুদ্দিন আহমেদ
কলামিস্ট

জানা অজানা

মান সম্মান বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না,অর্জন করতে হয়

সুনীল কুমার দে

মান,সম্মান,প্রতিষ্ঠা,ইজ্জত বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না,এ গুলো অর্জন করতে হয়।অনেকেই হয়তো বলবেন,,না,দাদা,আপনি ভুল বললেন,বর্তমান আধুনিক যুগে টাকার বিনিময়ে সব কিছু পাওয়া যায়,মান,সম্মান ,প্রতিষ্ঠা,ইজ্জত সব কিছু।যার টাকা নেই সমাজে তার সম্মান নেই তিনি যতই গুণী ব্যক্তি হউক না কেন।টাকা খরচ করলে আপনি মুখ্য অতিথি,বিশিষ্ঠ অতিথি হতে পারবেন,ফিতা কাটতে পারবেন,পুরস্কার ও সম্মান পাবেন।কথা গুলো ফেলে দেওয়ার মতো নয় তবে পূর্ণ সত্য ও নয়।টাকা খরচ করলে কিছু সময়ের জন্য ও কিছু দিনের জন্য মান,সম্মান,প্রতিষ্ঠা,ইজ্জত পেতে পারেন তবে সব দিনের জন্য নয়।যখন আপনি টাকা খরচ করতে পারবেন না তখন আর মান,সম্মান পাবেন না তা ঘরে হউক অথবা বাইরে হউক।যদি আপনি গুণী ব্যক্তি হন তাহলে আজ নয় তো কাল মানুষ আপনাকে সম্মান জানাবে ও স্মরণ করবে।প্রাতস্মরণীয় ও অমর তারাই হয়েছেন যারা মানুষের জন্য ও সমাজের জন্য কিছু করে গেছেন।তাই মান ও সম্মান পেতে গেলে কিছু করতে হবে।সম্মান পেতে গেলে সম্মান দিতে হবে।কারো বদনাম করে আপনি নাম পাবেন না,কাউকে ছোটো করে আপনি বড় হতে পারবেন না,কাউকে নিচু করে আপনি উঁচুতে উঠতে পারবেন না।আপনি যদি সব সময় অপরের দোষ দেখেন,তার ভুল দেখেন,তার বদনাম করতে থাকেন আপনি ও কোনোদিন মান ও সম্মান পাবেন না।টাকার বিনিময়ে কিছু সময়ের জন্য আপনি নাম কুড়োতে পারেন কিন্তু সবদিনের জন্য নয়।তাই বললাম মান ও সম্মান বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না,তা অর্জন করতে হয়।মান ও সম্মান পেতে গেলে আপনাকেও মান ও সম্মান দিতে হবে।পরের নিন্দা করা,দোষ দেখা ও বদনাম করা ছাড়তে হবে।

পাঠকের চিঠি

হাসবেন কেন?

মানুষ দিনে দিনে হাসতে ভুলে যাচ্ছে। মোবাইলের স্কিনে আটকে পড়ছে যুবসমাজ। ক্লাবে, চায়ের দোকানে, গাছ তলায়, পাড়ার রকে ক্রমশ বিলুপ্তির পথে বিশুদ্ধ আড্ডা। সাথে বাড়ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট। বাড়ছে বেকারত্ব ও অনিশ্চিয়তা। এসবের সম্মিলিত ফল মানুষের মুখ থেকে কেড়ে নিচ্ছে হাসি। হাসি দিয়ে যে শারীরিক যন্ত্রণার সাময়িক উপশম হয়, মানসিক ছাপ লাঘব হয় এবং ভালো লাগার অনুভূতি তৈরী হয় তা আজ চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্বীকৃত। হাসি দিয়ে রোগযন্ত্রনা উপশমের প্রথম নজিরটি রয়েছে আমেরিকার গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে। অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস নামে একপ্রকার তীব্র বাতের রোগে আক্রান্ত নর্মান কাজিন্স নিয়মিত দুটি কমেডি শো দেখে যন্ত্রনামুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে বাত ও ক্যান্সার রোগীদের হাসি দিয়ে চিকিৎসা শুরু হয়েছে যা চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'Laughter Therapy' নামে পরিচিত। হাসিখুশি থাকলে বা হাসলে আমাদের অন্যতম শ্বাসপেশি মধ্যচ্ছদার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। ফলে অতিরিক্ত বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে। আর তাতে দেহের কোষে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। যারা শারীরিক শ্রম কম করেন তাদের জন্য উদ্দাম হাসি খুব কার্যকর। এতে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে এবং হৃৎপিন্ডের সক্রিয়তা বজায় থাকে।এছাড়া হাসলে শারীরিক যন্ত্রনা থেকে অনেকটাই মুক্তি ঘটে। যন্ত্রনাদায়ক চিকিৎসা বা অপরেশনের পর রোগীর যন্ত্রনা লাঘব করতে হাসির যে জুড়ি নেই তা পরীক্ষিত সত্য। বিনা ব্যায়ে শরীর ও মন সুস্থ রাখবার মহাঔষধ হল হাসি। তাই রামগরুড়ের ছানা না থেকে সবাই মিলে হাসুন আর হাসান। খিলখিলিয়ে হাসুন, কলকলিয়ে হাসুন, হাসুন প্রাণ খুলে। হাসিতে ভোরে উঠুক সংসার, সমাজ, দুনিয়া।

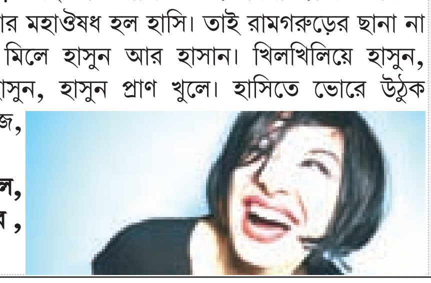

মিলন মন্ডল,
করিমপুর,
নদীয়া

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্ডী, বোরেয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মাইক্রো ফাইনান্সের ঋণের ক্ষেত্রে নোডিউজ প্রমাণপত্র দিয়ে মহিলাদের ফের ঋণ না নেওয়ার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

২৪ লক্ষ মহিলা নেওয়া ১২ হাজার কোটি টাকা ঋণের মাধ্যমে বারো হাজার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ তথা সরকারি কর্মচারীদের ছয় মাসের বেতন দেওয়া যেত, ২৪ শতাংশ সুদে ঋণ ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে প্রচার অভিযানে বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাইক্রো ফাইনান্সের ঋণ সরকার ফিরিয়ে দেবে বলে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কিন্তু এই ঘোষণা যে কতটা মারাত্মক ছিল সেটা বর্তমান তিনি অনুভব করছেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং একথা স্বীকার করে নিয়েছেন। ফলে মাইক্রো ফাইনান্সের ঋণ মিটিয়ে দেওয়ার প্রমাণপত্র হাতে তুলে দিয়ে ফের ঋণ না নেওয়ার জন্য মহিলাদের আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ২৪ শতাংশ সুদে ঋণ ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এটা প্রায় অসম্ভব বিষয়। তাছাড়া ২৪ লক্ষ মহিলা নেওয়া ১২ হাজার কোটি টাকা ঋণের মাধ্যমে বারো হাজার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ তথা সরকারি কর্মচারীদের ছয় মাসের বেতন দেওয়া যেত বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

গত ১১,১২ এবং ১৩ অক্টোবর রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মুখ্যমন্ত্রী সহ প্রতিজন মন্ত্রী এবং সাংসদরা অরুণোদয় প্রকল্পের অধীনে মহিলাদের আর্থিক সাহায্য এবং নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এবার পূর্বে ঘোষণা করা অনুযায়ী সোমবার রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের ঋণ নেওয়া মহিলাদের নোডিউস প্রমাণপত্র বিতরণ করেছেন। নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাইক্রো ফাইন্যান্সের ঋণ নেওয়া মহিলাদের রাজ্য সরকার প্রদান করেছে নো ডিউস প্রমাণপত্র। এরই অংশ হিসেবে উজান অসমের ডিব্রুগড়ের মানকাটা ময়দানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মহিলাদের হাতে এই প্রমাণপত্র তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে মাইক্রো ফাইনান্স এর অধীনে ঋণ নেওয়া মহিলাদের এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি সংক্রান্তে নানা বিষয় উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন নির্বাচনের আগে যে সময়ে তিনি ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া সফরে আসতেন তখনই মহিলারা মাইক্রো ফাইন্যান্স ঋণ এর বিষয়ে উল্লেখ করে এক্ষেত্রে একটি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাতেন। এই বিষয়ে সচেতন মহিলা সমিতি সহ অন্যান্য মহিলারা অনবরত হবে তাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। সে সময় এত বৃহৎ ঋণ কিভাবে সামলানো যায় সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার পাশাপাশি জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ঋণ সংক্রান্তে মহিলাদের যেন হেনস্তা করা না হয়। এরপর নির্বাচনের প্রচার অভিযানেও মহিলারা তাকে ঋণের বিষয়ে বারংবার অনুরোধ জানানোর পর এক দুটি প্রচার সভায় তিনি বলেছিলেন মাইক্রো ফাইন্যান্স এর ঋণ নেওয়া দরিদ্র মহিলাদের রেহাই দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এই কথা বলার সময় তখন তিনি স্বয়ং জানতেন না ঋণের পরিমাণ কত, কতজন মহিলা ঋণ বকেয়া রয়েছে ইত্যাদি সম্পূর্ণ তথ্য। কারণ বহু মহিলা ভিন্ন ভিন্ন কথা তাকে জানিয়েছিলেন অর্থাৎ কারো কোন মহিলার ২৫ হাজার ঋণ রয়েছে তো কোন মহিলার ৫০ হাজার টাকা ঋণ থাকার তথ্য জানা যায়। তাছাড়া ঋণের জন্য তাদের টিভি ফ্রিজ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও তাকে জানানো হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না বিষয়টি কি। কোন কোন মহিলা আবার বলেছেন তাদের নামে তাদের স্বামীরা এই ঋণের টাকা নিয়েছেন। অবশেষে নির্বাচনের মাধ্যমে জয়লাভ করা এবং মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রতিটি মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানিকে ডেকে এনেছিলেন তিনি। মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি গুলোকে থেকে তিনি সবিস্তার জানতে চেয়েছিলেন বিষয়টি কি। অবশেষে কোম্পানিগুলো জানায় ২৪ লক্ষ মহিলাদের ১২ হাজার কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে। এটা শোনার পর তিনি হতভম্ব হয়ে উঠে ভেবেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বড় ধরনের ঝামেলায় পড়তে হয়েছে তাকে বলে হাসিমুখে মন্তব্য করেন ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এটাই চিন্তার বিষয় ছিল যে এই ১২ হাজার কোটি টাকা ঋণ কিভাবে রায় দেওয়া যায়। কারণ মাইক্রো ফাইনান্স এর ঋণ রেখায় দেওয়া হবে বলে ইতিমধ্যে তিনি ঘোষণা করেছেন। ১২ হাজার কোটি টাকা দিয়ে ১২ হাজার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা যায়। এমনকি ১২ হাজার কোটি টাকা দিয়ে ৬ মাস রাজ্য সরকার কর্মচারীদের বেতন দেওয়া সম্ভব বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন এই বৃহৎ পরিমাণ অর্থ কোথা থেকে জোগাড় করা যায় সেটা নিয়ে অফিসের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছিল। এরপর ফের মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানি গুলোর সঙ্গে বৈঠকে ব্যাংকের ম্যানেজাররা বললেন কিছু মহিলা ঋণ ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি ঋণ রেহাই দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পর থেকে ঋণ ফিরিয়ে দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন সেই মহিলারা। মুখ্যমন্ত্রী হাসিমুখে বলেন একথা বলে যেন তিনি স্বয়ং বিপদে পড়ে গেলেন। এক মহা বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়লেন তিনি। এরপর মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি গুলোর সঙ্গে আলোচনায় তিনি জানতে পারলেন সর্বমোট ২৪ লক্ষ মহিলা ঋণ নিলেও ১৪ লক্ষ মহিলা ঋণ ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। এরপর সিদ্ধান্ত হল এই ১৪ লক্ষ মহিলাকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত করে দিয়ে তাদের ঋণ ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। যাদের যত টাকা বকে রয়েছে সেই টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে সরকারের দায়িত্ব নিয়ে প্রথম বছর এই ১৪ লক্ষ মহিলার ঋণ রেহাই দেওয়ার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

এরপর ৪ লক্ষ মহিলা ছিলেন যারা ঋণ ফেরত দিচ্ছিলেন কিন্তু তিন মাস ধরে ঋণ বকেয়া ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এই চার লক্ষ মহিলার তিন মাসের ঋণ এবং সুদ সরকার ফিরিয়ে দেবে। তাছাড়া আলাদা হবে আরও ২০ হাজার টাকা প্রত্যেক মহিলাকে দেওয়া হবে যাতে তারা তাদের ঋণ ফিরিয়ে দিতে পারেন। এভাবে ১৪ লক্ষ এবং ৪ লক্ষ মোট ১৮ লক্ষ মহিলার সাহায্য করা হয়েছিল। বাকি থেকে যাওয়া ৬ লক্ষ মহিলা ঋণ ফিরিয়ে দেননি, সুখ দেননি এবং তারা ব্যাংকের খাতায় এনপিএ অর্থাৎ নন পারফর্মিং এসেট হিসেবে হয়ে রয়েছেন। তাছাড়া এই এনপিএ হয়ে থাকলে এই মহিলারা ফের ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে অক্ষম তথা ব্ল্যাক লিস্টে ধরে থাকবেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এভাবে প্রথমে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ থাকা মহিলাদের ঋণ ব্যাঙ্কে ফিরিয়ে দিয়েছে সরকার। ঋণের টাকা ফেরত পেয়ে ব্যাংক মহিলাদের একটি করে এনওসি পত্র দিয়েছে যেখানে লেখা হয়ে রয়েছে সরকারি টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে এবং মহিলারা চাইলে ফের একবার ঋণ নিতে পারবেন।

তবে ঋণ রেহাই দিলেও মহিলাদের মাইক্রো ফাইন্যান্স থেকে ঋণ না নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ২৪ শতাংশ সুদের মাধ্যমে কেউ ঋণ ফিরিয়ে দিতে পারে না। তবে এই দোষ মহিলাদের নয়। দোষী তারাই যারা ২৪ শতাংশ সুদে ঋণ দিচ্ছে। কোনো দেশেই এই ধরনের ঋণের ব্যবস্থা নেই। এত বেশি সুদ ধরা হয় না। তবে মহিলাদের ঋণের অর্থ ফিরিয়ে দিলেও ভবিষ্যতে এই বিষয় নিয়ে আঃেদালন না করার জন্য মহিলাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

একমাত্র টাকার জন্য কংগ্রেস সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বলে অভিযোগ মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

দল চালানো কংগ্রেসের লক্ষ্য নয় বরং অর্থ উপার্জন করাই দলটির মূল লক্ষ্য

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষই প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে। তবে এক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে কংগ্রেস ইতিমধ্যে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। কংগ্রেসের এই পদক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন একমাত্র টাকার জন্য কংগ্রেস সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। দল চালানো কংগ্রেসের লক্ষ্য নয় বরং অর্থ উপার্জন করাই দলটির মূল লক্ষ্য বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি। মাইক্রো ফাইন্যান্স থেকে ঋণ নেওয়া মহিলাদের রেহাই দেওয়ার নো ডিউস সার্টিফিকেট প্রদান করার উদ্দেশ্যে নগাঁও এসেছিলেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপি প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। দলটি রাজ্যের ১১ টি আসন দখল করা নিশ্চিত। এমনকি মোট বারটি আসন দখল করা সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বিজেপি। যেহেতু এই কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা বেশি ফলে শাসক দলটি ব্যাপক লড়াই করবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন এই লোকসভা আসন কোনভাবেই ছেড়ে দেওয়া যাবে না। তবে এই কেন্দ্রে বিরোধী দলগুলোর প্রার্থী কে হয় সেটার প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। এখানে বর্তমান সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ টিকেট পাবেন নাকি তাকে ছুরি মেরে গৌরব গগৈ টিকেট নেবেন সেটাই দেখার বিষয়। বিরোধী দলটি এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বিজেপি সেই হিসেবে দলীয় ব্যবস্থা নেবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন বিরোধী একত্রিত হয়েও কোন লাভ নেই। কারণ বিরোধী ঐক্য মঞ্চ থাকার পরেও কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করেছেন। এক্ষেত্রে অসম জাতীয় পরিষদ ইতিমধ্যে নিজেদের প্রার্থী দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছে। তাছাড়া জাতীয় পর্যায়ে মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্রিশগড়ে আম আদমি পার্টি প্রার্থী প্রক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রী বলেন কেউ যদি পুরানো রেকর্ড খতিয়ে দেখে তাহলে এটা দেখতে পাবেন যে তিনি ছয় মাস আগের থেকেই বলছিলেন যে এই মিত্রতা নির্বাচনে থাকবে না। দলগুলো প্রার্থী ঘোষণা করার পরই এই মিত্রতা ভেঙ্গে যাবে। এক্ষেত্রে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেন কংগ্রেসের সহযোগী দলের একজন নেতা অর্থাৎ ইন্ডিয়া মঞ্চের একজন নেতা বলেছেন কংগ্রেস কেন প্রার্থীর সম্ভাব্য তালিকা ঘোষণা করেছে। সেক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক নেতা যখন কংগ্রেসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কেন এই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হলো এর জবাবে কংগ্রেস দল থেকে বলা হয়েছে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলে তারা টাকা অল্প বেশি করে নিতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন কংগ্রেসের সিস্টেম হল টাকা নেওয়া। সেটা আইনিভাবে হোক কিংবা বেআইনিভাবে। আইনি অর্থাৎ ফরম ফিলাপ করা নামে এবং বেআইনির অর্থ প্রত্যেকে জানেন বলে মন্তব্য করেছেন পীযূষ হাজারিকা। মন্ত্রী বলেন ১২ টি দলের নেতারা এটা বলেছেন। এটা তিনি বলেননি। ফলে দল চালানো কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য নয়। অসমে সরকার চালানো মূল লক্ষ্য নয়। রাজ্যবাসীকে সেবা করা কিংবা সাহায্য করা মূল লক্ষ্য নয়। কিভাবে টাকা উপার্জন করা যায় সেটাই দলটির মূল লক্ষ্য। সেই অর্থ প্রয়োজন পড়লে দলের কর্মীর থেকেই হোক কিংবা অন্য দলের থেকেই হোক মূল বিষয় টাকা নিতেই হবে। এটাই কংগ্রেস দলে বর্তমান চলছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।

কংগ্রেস বর্তমান ডুবন্ত নৌকা, বিপদের আগাম বার্তা পেয়ে দলটি সংঘ ত্যাগ করা শুরু করেছে মিত্র দলগুলো মন্তব্য রাজ্য বিজেপির

বিজেপি সরকারের প্রকল্প গুলো নকল করে প্রতিশ্রুতির বন্যা কংগ্রেসের নেতৃত্বে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম মাইক্রো ফাইন্যান্স উদ্যোগী এবং রেহাই প্রকল্প ২০২১ এর মাধ্যমে রাজ্যের আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মাইক্রো ফাইনান্সের ঋণ নেওয়া মহিলাদের এক বৃহৎ পরিমাণের আর্থিক বোঝা দূর করেছে সরকার। তাছাড়া রাজ্যের পিছিয়ে থাকা এলাকার এই মহিলাদের পুনরায় ঋণ নিতে পারার যোগ্য হিসাবে ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ধন্যবাদের পাত্র বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত। তিনি সঙ্গে এটাও বলেন কংগ্রেস বর্তমান ডুবন্ত নৌকা। ফলে বিপদের আগাম বার্তা পেয়ে দলটি সংঘ ত্যাগ করা শুরু করেছে মিত্র দলগুলো। বিজেপি সরকারের প্রকল্প গুলো নকল করে কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রতিশ্রুতির বন্যা সৃষ্টি করছেন বলেও অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি।

মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে দলটির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত সাংবাদিকদের বলেন রাজ্যের অর্থনীতির ভিত্তি ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হওয়া শুরু করেছে। তবে এই অর্থনীতির ভিত্তি বিধ্বস্ত করা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের অপশাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পরেই প্রকৃতার্থে অসমের উন্নয়ন সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস একটি ডুবন্ত নৌকা বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন ডুবন্ত নৌকা একটি কোনভাবে চলার চেষ্টা করলেও আগাম বিপদের বার্তা পেয়ে সেখানে উঠতে চাওয়া মিত্র দলগুলো একটু একটু করে নামা শুরু করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা অসম সরকারের মাইক্রো ফাইন্যান্সের ঋণ রেহাই, অরুণোদয় প্রকল্পের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বিজেপি সরকারের অরুণোদয় প্রকল্পের নকল করে কংগ্রেস নেতৃত্ব তাদের সরকার হলে মহিলাদের ২৫০০ টাকা করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাজস্থান, ছত্রিশগড়, কর্নাটকে কংগ্রেস সরকার থাকার পরেও সেটা রূপায়ণ করতে না পারা দলটি আজব গুজব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। তাছাড়া আসন্ন ২৫ থেকে ৩০ বছর কংগ্রেসের সরকার গঠনের সম্ভাবনা না থাকা অসমের মতো রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন জয় করতে অক্ষম ভূপেন বরার মতো নেতা এই ধরনের আজব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত বলেন ভিত্তিহীন মনে করা ভুয়া খবর, মিথ্যাচার এবং চূড়ান্ত অপপ্রচারে সিদ্ধহস্ত অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা উপজাতি বসতি প্রধান এলাকায় গিয়ে অতিরঞ্জিত, ভিত্তিহীন মন্তব্যের মাধ্যমে শালীনতার সীমা অতিক্রম করে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা কার্যকলাপ কুরুচিপূর্ণ। সাধারণত শিষ্টাচার বিহীন নৈরাজ্যবাদী বামপন্থী নেতার মুখে এই ধরনের আলাপ শোনা গেছিল। উপজাতি সাধারণ জনতার অর্থ আত্মসাৎ করে সম্পত্তির পাহাড় গড়া একাংশ কংগ্রেসী নেতাকে সঙ্গে নিয়ে ভূপেন বরা বর্তমান যতই চাঙ্গে চাঙ্গে সফর করুক রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর সাধারণ জনতা বর্তমান সময়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সঙ্গে রয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পাশে রয়েছেন বলে উল্লেখ করেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র।

সুভাষ দত্ত বলেন বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় সমতলে বসবাস করা রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠী গুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য একমাত্র বিজেপি মিত্র জোট সরকার আন্তরিকভাবে তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। অসম সরকারের ভূমিপুত্র এবং উপজাতীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক বিভাগ গঠন করার মাধ্যমে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর স্বাভিমান, সাত পুরুষের পরম্পরা সংরক্ষণ করার জন্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অমৃত কালে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন মিসিং জনগোষ্ঠীর পবিত্র মুরং ঘরে গিয়ে জনগোষ্ঠীর পরম্পরা এবং স্বাভিমানের অপমান করা ভূপেন ভরার মতো নেতা মনে রাখা উচিত যে তাদের মতো আচরণ করা একাংশ কংগ্রেসি নেতার জনগোষ্ঠী উপজাতিদের প্রতি করা অবহেলা এবং নিন্দা সূচক আচরণের জন্যই স্বর্গদেউ চাউলুং চুকাফা গড়ে দেওয়া অসমের ভিত্তি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিয়ে এই রাজ্যের বুক থেকে সাতটি রাজ্য বেরিয়ে গেছিল। তিনি বলেন কংগ্রেস বাংলাদেশি মিয়ার সঙ্গে মিত্রতা করে নির্বাচন খেলার বিপরীতে বিজেপি আঞ্চলিক রাজনীতিকে শক্তিশালী করার অভিপ্রায় অগপ এবং বড়ো রাভা মিসিং তিয়া জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে মিত্রেরা করে সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে সরকার চালাচ্ছে। অপপ্রচারে সিদ্ধহস্ত কংগ্রেস অপচেষ্টা চালালেও রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র বলেন এদিন রাজ্যের ২৪ টি স্থানে ২.২২ লক্ষ মাইক্রো ফাইন্যান্স থেকে ঋণ নেওয়া মহিলাদের নো ডিউস সার্টিফিকেট আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করেছে অসম সরকার। এর মাধ্যমে মহিলারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন। এর জন্য অসম সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন সরকার নিরন্তরভাবে রাজ্যের দরিদ্র পিছিয়ে থাকা এবং অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করার ফলে গত সাত বছরে রাজ্যের ৩০ লক্ষাধিক ব্যক্তি অতি দরিদ্রতার কবল থেকে মুক্ত হয়ে এক উন্নত জীবনধারণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আসতে সক্ষম হয়েছেন। একইভাবে রাজ্যের পরিকাঠামো, নিরবিচ্ছিন্ন উন্নয়ন এবং সুশৃঙ্খলিত আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অসমের অর্থনৈতিক ভিত্তি ক্রমশ শক্তিশালী হতে শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত।

চাঁদা সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া উচিত, দুর্গাপূজা কমিটিগুলোকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্যে মঙ্গলবারে অনুষ্ঠেয় কেবিনেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

তিন বছর পুরানো পূজা কমিটি গুলোকে আর্থিক সাহায্য, রাস উৎসব আয়োজকদের সাহায্যের আশ্বাস

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ চাঁদা সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া উচিত। চাঁদা শুধুমাত্র ভক্তদের থেকে নেওয়া উচিত। সনাতন ধর্মের অনুযায়ী দুর্গাপূজা হবে অথচ মারওয়াড়ি থেকে চাঁদা নিয়ে সেই পূজা করলে সেটা মা গ্রহণ করবেন না। সেই জন্য হুলুস্থুল করে চাঁদা না নিয়ে সেটা শুধুমাত্র ভক্তদের থেকে নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সোমবার ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কিছু সময় কাটানোর পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন আগামীকাল অনুষ্ঠেয় কেবিনেট বৈঠকে তিন বছরের পুরনো পূজা কমিটি গুলোকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যেভাবে বিহু আয়োজকদের আর্থিকভাবে সাহায্য দেওয়া হয়। ঠিক একই ভাবে তিন বছরের পুরানো পূজা কমিটি গুলোকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। তাছাড়া রাস উৎসব আয়োজকদের ও একইভাবে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আগামী বছর থেকে করম পূজা আয়োজকদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। খুব বেশি অর্থ সাহায্য দিতে না পারলেও কিছুটা হলেও আর্থিকভাবে সহায়তা করা হবে। এই আর্থিক সাহায্যের একটি উদ্দেশ্য যাতে পূজা আয়োজকরা ব্যবসায়ীদের থেকে চাঁদা তোলা বন্ধ করে। রাজ্যে চাঁদা সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হওয়া উচিত বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

হুগলি জেলার চুঁচুড়া এলাকার বেশ কিছু এলাকা জুড়ে অজানা ঝরে লন্ডভন্ড চাষের জমি থেকে বাড়িঘর কারখানা শেঠ মাঠে থাকা মানুষজন দিশেহারা হয়ে পড়ে

হুগলি ঃ হুগলি জেলার চুঁচুড়া এলাকার বেশ কিছু এলাকা জুড়ে অজানা ঝরে লন্ডভন্ড চাষের জমি থেকে বাড়িঘর কারখানা শেঠ মাঠে থাকা মানুষজন দিশেহারা হয়ে পড়ে ।আজ সকাল থেকেই আবহাওয়ার জলও ঝড়ো হাওয়ার দাপটের জেরে জনজীবন বিপর্যস্ত ছিল চুঁচুড়া স্টেশন সংলগ্ন বেনাবারুই এলাকায় বিস্তীর্ণ জায়গায় অজানা ঝরে লন্ডভন্ড করল । স্থানীয় মানুষজন জানায় পাঁচ মিনিটে আচমকা ঝড়ে লন্ডভঙ্গ করে দিয়ে গেছে এলাকায়। বাগানসহ বিস্তীর্ণ এলাকা একটি কারখানার ছাদের এ্যাডবেস্টার পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেছে এই ঝড়। তিন উড়ে গাছের মাথায় টিনের সেট উড়ে পড়েছে কয়েক মিটার দূরে এই ঝড়ের দাপটে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষজন।

রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল নদীয়ার শান্তিপুরে। মৃতদেহ উদ্ধার করতে গেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

শান্তিপুর ঃ রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এক এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করতে গেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের, ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় গোটা এলাকায়। নদীয়ার শান্তিপুর বাগআঁচড়া রোডের হিজুলি এলাকার ঘটনা। জানা যায় মৃত ব্যক্তির নাম জয়নাল শেখ বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। পরিবারের দাবি, ওই ব্যক্তি চাষের জমিতে দিনমজুরের কাজ করতো। গতকাল সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে বের হয়ে সারা রাত্রি বাড়িতে ফেরেনি। শনিবার খুব সকালে পরিবারের কাছে খবর আসে হিজুলি এলাকার রাস্তার পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় জয়নাল শেখ পরে রয়েছে। ছুটে আসে তারা, এরপর ক্ষোভে ফেটে পড়ে জয়নাল শেখের পরিবারসহ প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে মৃতদে উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে যায় শান্তিপুর থানার পুলিশ, মৃতদে উদ্ধার করতে গেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। অভিযোগ সারারাত্রি ওই রাস্তা তে পুলিশ টল দাড়ি চালালেও কিন্তু একটি মৃতদেহ রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছে পুলিশ কেন টের পেল না। অন্যদিকে পরিবারের এও দাবি, জয়নাল শেখ কে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। এই খুনের সাথে কারা কারা জড়িত তাদের খুঁজে বের করে অবিলম্বে শাস্তির ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। যদিও খুনের ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

ফুসলিয়ে এক কিশোরীকে ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে ২ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠালো নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ

নদীয়া ঃ ফুসলিয়ে এক কিশোরীকে ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে ২ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠালো নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। অভিযোগ, গত ১৮ই সেপ্টেম্বর রাতে বিশ্বকর্মা পুজো দেখতে গ্রামের স্কুল মাঠে গিয়েছিল। সেই সময় কিশোরীর পরিচিত দুই যুবক তাঁকে ফুসলিয়ে এক বন্ধুর ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যায়। বন্ধুর বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে ওই কিশোরীকে ঠান্ডা পানীয়র সাথে ওষুধ জাতীয় কোন জিনিস খাইয়ে তাকে ধর্ষণ করে ওই দুই যুবক। পাশাপাশি সেই চিত্র রেকর্ডিং করে রাখা হয় মোবাইলে বলে অভিযোগ। রেকর্ডিং করা সেই দৃশ্য অন্য ব্যক্তিদের দেখানোর অভিযোগ ওঠে অভিযুক্ত যুবকদের বিরুদ্ধে। পরের দিন সম্পূর্ণ ঘটনাটি পরিবারের লোকজনকে জানায় আক্রান্ত ওই কিশোরী।ভয়ে প্রথমে থানায় অভিযোগ না করলেও গত পরশুদিন অভিযুক্ত ৩ যুবকদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় আক্রান্ত কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে। অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল ২ যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। একজন পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ। এরপরপুলিশ ধৃতদের আদালতে পেশ করলে তদন্তের সাথে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। পলাতক অপর যুবকের খুঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

মালদ্বীপকে হারিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ডে বাংলাদেশ

মালে ঃ ম্যাচটিকে 'ফাইনাল অব দ্য ইয়ার' বলেছিলেন জামাল ভূঁইয়া। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের মূল গ্রুপপর্বে জায়গা করে নিতে মালদ্বীপের বিপক্ষে এ ম্যাচ জেতার বিকল্প ছিল না। মালেতে প্রথম লেগ ১-১ গোলে ড্র হওয়ায় বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনার এ ম্যাচ আসলেই পরিণত হয়েছিল 'ফাইনালে'। সেই ফাইনাল ২-১ গোলে জিতেই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দ্বিতীয় রাউন্ডে জায়গা করে নিয়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। প্রথমার্ধের খেলা ছিল ১-১ গোলে অমীমাংসিত। ১১ মিনিটে রাকিব হোসেনের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ। প্রথমার্ধে আরও অন্তত দুটি গোল পেতে পারত দল। কিন্তু সহজ সুযোগ নষ্ট করার খেসারত জামাল ভূঁইয়ার দল দিয়েছিল ৩৬ মিনিটে। আইসাম ইব্রাহিমের গোলে সমতায় ফিরেছিল মালদ্বীপ। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের গোলে ২-১ গোলে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ দল ম্যাচের বাকি সময়টা লড়েছে ১০ জন নিয়ে। ৫৯ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন সোহেল রানা জুনিয়র। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ১০ জন নিয়েও অসাধারণ খেলেছে বাংলাদেশ। একের পর এক আক্রমণে বাংলাদেশের ফুটবলাররা বুঝতেই দেননি যে দল ১০ জন নিয়ে খেলছে।

মাঠে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে শাস্তি পেলেন আফগান ওপেনার গুরবাজ

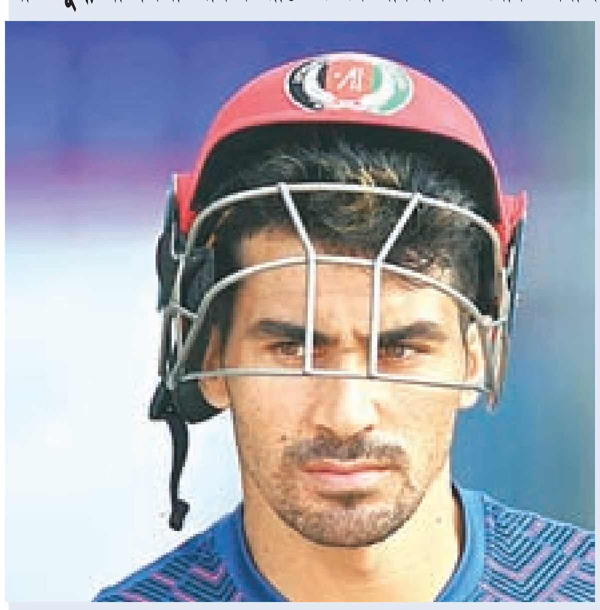

নয়া দিল্লি ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঐতিহাসিক জয়ের ম্যাচে দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলেছেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। তবে এমন ম্যাচে নিজের এক কাণ্ডের জন্য শাস্তিও পেতে হলো আফগান ওপেনারকে। রানআউট হয়ে ফেরার পথে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন তিনি। আইসিসির কোড অব কন্ডাক্টের লেভেল ওয়ান ধরনের অপরাধে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভর্ৎসনা করার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট। এবারের বিশ্বকাপে কোড অব কন্ডাক্ট ভঙ্গের এটিই প্রথম ঘটনা। দিল্লিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আগে ব্যাটিং করেছিল আফগানিস্তান। ইব্রাহিম জাদরানের সঙ্গে ১১৪ রানের ওপেনিং জুটির পর গুরবাজ নিজে এগোচ্ছিলেন সেঞ্চুরির দিকে। কিন্তু অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহীদির সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে ৫৭ বলে ৮০ রান করে রানআউট হয়ে ফিরতে হয় তাঁকে। সেখানে সিঙ্গেল না থাকলেও অধিনায়কের ডাকে সাড়া দিয়ে দৌড়ান গুরবাজ, মনে হয়েছে এমন। ইনিংসের সেটি ১৯তম ওভারের ঘটনা। আউট হয়ে ফেরার পথে বাউন্ডারি সীমানার দড়িতে ব্যাট দিয়ে আঘাত করেন গুরবাজ। এরপর ডাগআউটে থাকা একটি চেয়ারেও ব্যাট দিয়ে আঘাত করেন। আইসিসির কোড অব কন্ডাক্টের ২.২ নম্বর ধারা অনুযায়ী সেটি 'আন্তর্জাতিক ম্যাচে ক্রিকেট সরঞ্জাম বা পোশাক আর মাঠের সরঞ্জামের অবমাননা'। এমন অপরাধের সর্বনিম্ন শাস্তি আনুষ্ঠানিক ভর্ৎসনা, সর্বোচ্চ শাস্তি ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা। সঙ্গে একটি বা দুটি ডিমেরিট পয়েন্ট। ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভর্ৎসনা জানিয়েছেন, সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে। ফলে সর্বনিম্ন শাস্তিই পেয়েছেন তিনি। অবশ্য গত ২৪ মাসের মধ্যে গুরবাজের এটিই প্রথম শাস্তি। সে ম্যাচে অন ফিল্ড আম্পায়ার ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার রড টাকার ও বাংলাদেশের শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ, টেলিভিশন আম্পায়ার ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার পল রাইফেল, চতুর্থ আম্পায়ার ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার পল উইলসন।

'এই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন', বলছেন সৌরভ

কলকাতা ঃ অস্ট্রেলিয়ার মতো দল প্রথম তিন ম্যাচের মাত্র একটিতে জিতেছে। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডও তিন ম্যাচের দুটিতেই হেরেছে। শ্রীলঙ্কা তো তিন ম্যাচ খেলে এখন পর্যন্ত জয়ের মুখ দেখেইনি। সেদিক বিবেচনায় পাকিস্তানের শুরুটা ভালোই বলতে হবে, প্রথম তিন ম্যাচের দুটিতে জিতেছে তারা। কিন্তু ভারতের বিপক্ষে ওই একটি হারের পরই পাকিস্তান ও পাকিস্তানের বাইরে থেকে শুরু হয়ে গেছে বাবর আজম মোহাম্মদ রিজওয়ানদের সমালোচনা। সেই সমালোচনায় এবার যোগ দিয়েছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীও।

ভারতের সংবাদমাধ্যম টাইমস নাউয়ের সঙ্গে কথোপকথনে বাবর রিজওয়ানদের ব্যাটিং আর মানসিকতা নিয়ে সৌরভ সমালোচনা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, এই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ঘুরে দাঁড়ানোটা কঠিন হবে।

তিন ম্যাচের দুটি জিতে পাকিস্তান এই মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকার চতুর্থ স্থানে থাকলেও সৌরভ কেন এমন কথা বলছেন? এর কারণ একটাই ভারতের বিপক্ষে ভালো শুরুর পরও পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়াটা ভালো লাগেনি সৌরভের।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হওয়া ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে একটা সময় পাকিস্তানের রান ছিল ২ উইকেটে ১৫৫। ৩৬ রানে শেষ ৮ উইকেট হারিয়ে সেখান থেকে পাকিস্তান অলআউট হয়ে যায় ১৯১ রানে। এমন ধসের পর ম্যাচটি তারা হেরেছে ৭ উইকেটে।

ভারতের মাটিতে মানসিক চাপের কারণেই পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা এভাবে ভেঙে পড়েছেন বলে মনে করেন সৌরভ। তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনে পাকিস্তান দলকে এভাবে কখনো চাপের মুখে ভেঙে পড়তে দেখেননি বলেও মন্তব্য করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক প্রধান। তিনি বলেছেন, 'আমাদের সময়ে পাকিস্তান ভিন্ন এক দল ছিল। এ ধরনের (বর্তমান দল) পাকিস্তান দলের সঙ্গে খেলে অভ্যস্ত নই আমরা। এই দল ব্যাটিংয়ের সময় চাপ সামলাতে পারে না। এমন ব্যাটিং দিয়ে এই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের জন্য ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন হবে।'

মেসিকে কালো জাদু আর 'বেত্রাঘাত' পেরুর ওঝাদের

পেরু ঃ প্রীতি ম্যাচ হোক কিংবা প্রতিযোগিতামূলক, আর্জেন্টিনাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বটাও দারুণভাবে শুরু করেছে আর্জেন্টাইনরা। দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্রথম তিন ম্যাচ জিতে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ওদিকে তিন ম্যাচের দুটিতে হার ও একটিতে ড্র করে ১০ দলের মধ্যে ৯-এ আছে পেরু।

সেই পেরুর এবার আর্জেন্টিনা পরীক্ষা। আগামীকাল সকালে ঘরের মাঠে লিওনেল মেসিদের মুখোমুখি হবে পেরুভিয়ানরা। নামে, ভারে, শক্তিমত্তা ও পরিসংখ্যানে ঢের এগিয়ে থাকা আর্জেন্টিনা এই ম্যাচেও স্পষ্ট ফেবারিট।

এই যখন অবস্থা, তখন মেসির অমঙ্গল কামনায় এগিয়ে এসেছেন পেরুর ওঝারা। দেশটির জঙ্গল, পর্বত ও উপকূলবর্তী এলাকায় ছড়িয়ে থাকা ওঝাদের স্থানীয় লোকজন 'তায়তা ইনতি' (সূর্য দেবতা) নামে ডাকেন। সেই তায়তা ইনতির সদস্যরা আগামীকালের ম্যাচের ভেন্যু লিমার ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের বাইরে জড়ো হয়েছেন। সেখানে যোগ দিয়েছেন পেরুর সমর্থকেরাও।

মেসিকে ঠেকাতে ওঝারা তাঁর একটি পুতুল নিয়ে জাদুটোনা করছেন। একটি বেদিতে তলোয়ার, তাবিজ, পতাকা ও মেসির ছবি রেখে তাতে তুকতাকও করছেন। এক ওঝা আবার মেসির ছবি পদদলিত করেছেন। অন্যজন তাতে বেত্রাঘাত করছেন।

প্যারাগুয়ের বিপক্ষে আগের ম্যাচে ডিফেন্ডার নিকোলাস ওতামেন্দির গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা। পেরুর ওঝারা তাই তুকতাক করে ওতামেন্দিরও হাত পা বেঁধে ফেলেছেন বলে দাবি করছেন। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনা তিন ম্যাচ খেললেও চোটের কারণে অধিনায়ক মেসি খেলতে পেরেছেন দুটি। সর্বশেষ ম্যাচে আবার বদলি নেমেছিলেন।

তবে আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, মেসি পুরোপুরি সুস্থ। সব ঠিক থাকলে আগামীকাল পেরুর বিপক্ষে শুরু থেকেই খেলবেন। ব্যাপারটি জেনেই পেরুর ওঝারা জাদুটোনা করে মেসিকে অসাড় বানানোর চেষ্টা করছেন। তাঁদের বিশ্বাস, তন্ত্রের মাধ্যমে মেসিকে বেঁধে ফেলতে পারলে ম্যাচে তিনি ভালো খেলতে পারবেন না।

এ ব্যাপারে এক ওঝা বলেছেন, 'আমরা ঔষধি গাছ ও তামাকের ধোঁয়ার মাধ্যমে মেসিকে বশে এনেছি। ওর নিয়ন্ত্রণ এখন আমাদের হাতে। আমাদের বিশ্বাস, ও আবারও চোটে পড়বে।'

আরেক ওঝা বলেছেন, 'আমি মেসির ঊরুতে বেত্রাঘাত করেছি। ওর পুরো শরীরেই আঘাত করেছি। জানি, ওর কোথায় কোথায় চোট রয়েছে। আমি চাই ও খেলতে নেমে আরও ব্যথা অনুভব করুক এবং মাঠ ছেড়ে চলে যাক। যাতে ম্যাচের ফল আমাদের পক্ষে আসে।'

গত মাসে পেরুর বিপক্ষে ব্রাজিলের ম্যাচের আগে নেইমারের ওপরও তুকতাক করেছিলেন পেরুর ওঝারা। শেষ পর্যন্ত মার্কিনিওসের গোলে ব্রাজিল জিতলেও সে ম্যাচে গোল পাননি নেইমার। পেরুর ওঝারা এবার মেসিকে রুখতে পারেন কি না, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা।

রাফাহ ক্রসিংকে গাজার 'লাইফলাইন' বলা হচ্ছে কেন?

গাজা (ওয়েবডেস্ক): রাফাহ সীমান্ত পথ। ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ শুরুর পর এই সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ইসরায়েলের একের পর এক বিমান হামলায় বিপর্যস্ত এখন গাজা উপত্যকা। সীমান্তেও প্রস্তুত ইসরায়েলি সৈন্যরা, যেকোনো সময় শুরু হতে পারে স্থল অভিযান। এমন পরিস্থিতিতে জীবন বাঁচাতে গাজা ছেড়ে যাচ্ছেন লাখ লাখ বাসিন্দা। তাদের গন্তব্য গাজার দক্ষিণে রাফাহ সীমান্ত। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমগুলোর খবরে জানানো হয়েছে যে, বিদেশি পাসপোর্টধারীদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়া এবং মানবিক সহায়তা সামগ্রী প্রবেশের উদ্দেশ্যে অল্প সময়ের জন্য রাফাহ সীমান্ত খুলে দেয়া হতে পারে। তবে মঙ্গলবার সকালে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রাফাহ ক্রসিং বন্ধ রয়েছে।

রাফাহ মিশরের সিনাই মরুভূমি সংলগ্ন একটি সীমান্ত পথ যেটি গাজার সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত। গাজা থেকে বের হবার আরও দুটি সীমান্তপথ রয়েছে, যেগুলো পুরোপুরি ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে এবং দুটোই এখন বন্ধ।

ফলে মিশরের এই সীমান্ত পথটিই এখন গাজার উদ্বাস্তুদের একমাত্র ভরসা। তবে ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ শুরু হবার পর সীমান্তটি বন্ধ করে দিয়েছে মিশর।

রাফাহ সীমান্ত এতো গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গত ৭ই অক্টোবর গাজার উত্তরাঞ্চলের ইরেজ সীমান্ত দিয়ে ইসরায়েলে আক্রমণ করে হামাস। এ ঘটনার পর পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সীমান্তটি বন্ধ ঘোষণা করে ইসরায়েল। ফলে রাফাহ সীমান্তটিই এখন বেসামরিক নাগরিকদের জন্য গাজা ত্যাগ করার একমাত্র স্থলপথ। গাজায় মানবিক সহায়তা পাঠানোর ক্ষেত্রেও রাফাহ এখন গুরুত্বপূর্ণ। মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, গাজার জন্য মানবিক সহায়তা সামগ্রীপূর্ণ একটি উড়োজাহাজ উত্তর সিনাইয়ের আল-আরিশ বিমানবন্দরে ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে।

রাফাহ সীমান্তের কাছে জ্বালানি ও মানবিক সহায়তা সামগ্রী বহনকারী কয়েক ডজন লরিও এখন গাজায় প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে।

ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই রাফাহ সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ে পরস্পরবিরোধী নানান খবর ছড়ানো হয়েছে। সীমান্তটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে হামাস ও মিশরের মধ্যে যেমন রেষারেষি চলছে, তেমনি ইসরায়েলও বোমাবর্ষণ করে সীমান্তে চলাচল বন্ধ করতে সক্ষম।

মিশরের স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো বলেছে, ইসরায়েল গত ৯ই এবং ১০ই অক্টোবর রাফাহ সীমান্তে অন্তত তিনবার হামলা চালায়, যাতে মিশরের বেশ কিছু নাগরিক আহতও হয়েছে। এরপর ১২ই অক্টোবর মিশরের

সরকার ইসরায়েলকে রাফাহ সীমান্তের কাছে বিমান হামলা বন্ধ করার আহ্বান জানায়, যেন সীমান্তটি গাজার জনগণের জন্য 'লাইফলাইন' হিসাবে কাজ করতে পারে। তখন এ বিষয়টিও স্পষ্ট করা হয় যে, সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত দরজা খোলা হবেনা। এ অবস্থায় পশ্চিমা দেশগুলো গাজায় আটকে পড়া বিদেশি নাগরিক এবং মানবিক সহায়তার কথা বিবেচনা করে রাফাহ সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টায় যুক্ত হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন উভয়েই সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, তারা রাফাহ সীমান্ত পুনরায় খুলে দিতে ইসরায়েল, মিশর এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সাথে কাজ করছেন।

গত সপ্তাহে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্রের পক্ষ থেকে গাজায় আটকে পড়া যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের রাফাহ অভিমুখে যেতে বলা হয়েছে। কারণ সীমান্তটি খুব কম সময়ের নোটিশ খোলা হতে পারে, যেটি আবার অল্প সময়ের মধ্যেই বন্ধ করে দেয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

অল্প সময়ের জন্য যুদ্ধবিরতি দিয়ে সীমান্তটি খুলে দেয়া হতে পারে এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে গত সোমবার রাফাহ সীমান্তে বিপুল সংখ্যক গাজাবাসী এসে জড়ো হন।

রাফাহ সীমান্ত বন্ধ রাখার একটি কারণ হলো সীমান্তটি দিয়ে যেন হামাসের কোনো সদস্য গাজা ছেড়ে যেতে না পারে এবং বাইরে থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনতে না পারে, ইসরায়েল সেটি নিশ্চিত করতে চায়।

অন্যদিকে, রাফাহ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে লাখ লাখ উদ্বাস্তু সীমান্ত পার হবার অপেক্ষায় রয়েছে। ফলে দরজা খুলে দিলেই উদ্বাস্তুদের স্রোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে এমন আশঙ্কায় সীমানা খুলছে না মিশর।

তবে বিদেশি পাসপোর্টধারী এবং মানবিক সহায়তার জন্য পুনরায় সীমান্তটি খোলার বিষয়ে মিশরের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য সহ বেশ কয়েকটি দেশ। গাজায় আটকে পড়া বিদেশি নাগরিকদেরকেও বলা হয়েছে রাফাহ সীমান্তে অবস্থান নিতে, যাতে সীমানা খোলামাত্রই তাদেরকে উদ্ধার করা যায়। মার্কিন গণমাধ্যমের খরবে জানানো হয়েছে যে, বিদেশি পাসপোর্টধারী এবং মানবিক সহায়তা সামগ্রী প্রবেশের উদ্দেশ্যে সীমান্তটি অল্প সময়ের জন্য খোলা হতে পারে।

ফিলিস্তিনিরা ইচ্ছা করলেই রাফাহ সীমান্ত পার হতে পারেন না। এজন্য তাদেরকে দুই থেকে চার সপ্তাহ আগে স্থানীয় ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়, যেটি ফিলিস্তিন বা মিশর সরকার যে কোনো অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করে দিতে পারে। জাতিসংঘের হিসেবে, ২০২৩ সালের অগাস্টে ১৯ হাজার ৬০৮ জনকে ফিলিস্তিনি নাগরিককে রাফাহ সীমান্ত দিয়ে মিশরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর প্রবেশের অনুমতি চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন ৩১৪ জন।

হামাস ফাতাহ বৈরিতা শুরু হয়েছিল যেভাবে

ইসরাইল : সম্প্রতি ইসরায়েলে হামাসের হামলা এবং এর জবাবে গাজায় ইসরায়েলের লাগাতার পাল্টা হামলার ঘটনায় ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে বিক্ষোভের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে।

যদিও আসল ঘটনা হল, ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কয়েক দশক ধরে মতবিরোধ চলছে।

এ কারণেই তাদের পক্ষে নিজেদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মতো প্রধান লক্ষ্যগুলো অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ছে বলে মনে করা হয়।

ফিলিস্তিনের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল ২০০৭ সালের জুন মাসে। সে সময় গাজা উপত্যকায় হামাস এবং ফাতাহর লড়াইয়ে বহু মানুষ হতাহত হয়েছিল।

এই সশস্ত্র সংঘাত, গাজার যুদ্ধ নামেও পরিচিত। এই লড়াই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এত গভীর বৈরিতা সৃষ্টি করেছিল যে সেই সংঘাতের চিহ্ন আজও বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

২০০৬ সালে ফিলিস্তিনের পার্লামেন্ট নির্বাচনে ফাতাহ হেরে যাওয়ার পর এবং হামাস যোদ্ধারা গাজার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর এই সহিংসতা শুরু হয়।

ওই সংঘাতের ফলে ফিলিস্তিনের যৌথ সরকারের বিলুপ্তি ঘটে এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে শাসনভার ভাগ হয়ে যায়।

ফিলিস্তিনের দুই অংশ পশ্চিম তীর ফাতাহ আর গাজা হামাসের শাসনে চলে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক অধ্যাপক নাথান ব্রাউন বিবিসি মুন্ডোকে বলেছেন, হামাস এবং ফাতাহ'র মধ্যে ২০০৭ সালের সংঘাতে প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল, তারপর থেকে তাদের মধ্যে তিক্ততা আরও তীব্র হয়। সেই মুহূর্ত থেকে, ফিলিস্তিনি অঞ্চল এবং তাদের নেতারা ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করে।

তবে তারও অনেক আগে থেকেই দুই পক্ষের মধ্যে কোন্দল চলছিল বলে তিনি জানান।

ফিলিস্তিনের বিভিন্ন ইসলামী গোষ্ঠীর মধ্যে হামাস হল সবচেয়ে বড় এবং 'হামাস' নামটি এসেছে আরবি ভাষায় ইসলামী প্রতিরোধ আঃেদালনের সংক্ষিপ্ত রূপ থেকে।

হামাসের আবির্ভাব হয়েছিল ১৯৮৭ সালে, ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি বিদ্রোহ বা প্রথম ইন্দিফাদার মাধ্যমে। সে সময় এটি মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের ফিলিস্তিনি শাখা হিসেবে পরিচিত ছিল। এরপর ১৯৯১ সালে মোহাম্মদ দেইফের নেতৃত্বে হামাসের মিলিশিয়া বা সশস্ত্র বাহিনী, আল কাসাম ব্রিগেড প্রতিষ্ঠিত হয়। মোহাম্মদ দেইফ ছিলেন ওই ব্রিগেডের কমান্ডার। হামাস বা কিছু ক্ষেত্রে আল কাসাম ব্রিগেডকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করেছে ইসরায়েল এবং পশ্চিমা শক্তি।

হামাস হল ইসলামের সুন্নি অনুসারীদের একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী যাকে ইরানসহ বিভিন্ন দেশ সমর্থন দিয়ে আসছে। আজ থেকে ১৬ বছর আগে গাজা উপত্যকা থেকে ফাতাহকে হটিয়ে দেয়ার পর তারাই গাজা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।

এরপর থেকেই গাজা উপত্যকায় অবরোধ আরোপ করে ইসরায়েল। সেখানে পণ্য ও সাধারণ মানুষের চলাচল সীমিত করতে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

ফাতাহ হল, প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেন্টের আরবি অনুবাদের বিপরীত সংক্ষিপ্ত রূপ এবং ফিলিস্তিনের বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল।

এই দলটি পিএলও (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন) এবং ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের প্রধান চালিকা শক্তি। ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের ঠিক এক দশক পর ১৯৫৯ সালে ফিলিস্তিনের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতসহ সেখানকার আন্দোলন কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয় পিএলও।

শুরুর দিকে ফাতাহ সশস্ত্র উপায়ে ইসরায়েলি সরকারের বিরোধিতা করলেও পরে দলটি ১৯৮০-এর দশকে কূটনৈতিক উপায়ে সংকট সমাধানের চেষ্টা করে।

যা শেষ পর্যন্ত অসলো চুক্তিতে গড়ায় অর্থাৎ ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন নামে দুটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রস্তাব দেয়া হয়। যদিও ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল হামাস।

ফাতাহ ইসরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয় এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নম্বর প্রস্তাবনার পক্ষে সম্মতি জানায়।

১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধ বা আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় ইসরায়েল যে অঞ্চলগুলো দখল করেছিল সেখান থেকে ইসরায়েলি সৈন্যদের প্রত্যাহারের বিষয়ে ওই প্রস্তাবনায় উল্লেখ ছিল।

সেই যুদ্ধে ইসরায়েল সিনাই উপদ্বীপ, পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেম, গাজা উপত্যকা এবং গোলান মালভূমির বেশিরভাগ অংশ দখল করে।

অর্থাৎ এই যুদ্ধের মাধ্যমে আগে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন যতটুকু অঞ্চল ছিল তার চেয়ে তিনগুণ বেশি অংশ দখল করে নেয় ইসরায়েল।

অন্যদিকে হামাস ইসরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় না। বরং এই সশস্ত্র গোষ্ঠীটি তাদের ১৯৮৮ সালের প্রতিষ্ঠা সনদে বর্তমান ইসরায়েলসহ ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

২০১৭ সালে স্বাক্ষরিত একটি নতুন নথিতে তারা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের আগে বিদ্যমান সীমানাকে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে স্বীকার করে। যেখানে জেরুজালেম হবে রাজধানী।

নথিতে জোর দেওয়া হয়েছে যে, হামাসের লড়াই ইহুদিদের বিরুদ্ধে নয় বরং দখলকারী ইহুদিবাদী হানাদারদের বিরুদ্ধে। দুটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য একটি একক ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই ভিন্ন।

ফাতাহ, কখনও কখনও আল-ফাতাহ নামে পরিচিত, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) এই বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা হলেন, মাহমুদ আব্বাস। তিনি ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

ফাতাহ নিজেদের একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে। এজন্য তারা ইসরায়েলিদের সাথে আলোচনা করতে পারে সেইসাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশ নিতে পারে। যেখানে কিনা হামাস ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এবং একটি ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য সশস্ত্র পথ বেছে নিয়েছে।

২০০৭ সালের মার্চে, ইসমাইল হানিয়া এবং মাহমুদ আব্বাস একটি ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠন করেন যা সফল হয়নি।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজা থেকে শুরু হওয়া সহিংস হামলার বিরোধিতা করেছেন ফাতাহ নেতারা। এ কারণে হামাসের মনে করে, ফিলিস্তিনের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ একটি দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিনিধি।

নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করতে না পারার পেছনে এই দুই দল একে অপরকে দোষারোপ করে।

ওয়াশিংটন ডিসির, আরব সেন্টারের, ফিলিস্তিন-ইসরায়েল কর্মসূচির প্রধান ইউসেফ মুনায়ার বলেছেন, এই দুটি দল বিশ্বকে ঘিরে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। সেইসাথে মতাদর্শ ও জনমত ঘিরেও তাদের মতভিন্নতা রয়েছে।

উভয়ই ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরোধিতা করে, কিন্তু উভয়ই তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভিন্ন উপায়ে বিশ্বাস করে, তিনি উল্লেখ করেন। মুনায়ার বলেন, সমস্যা হল মৌলিক পার্থক্যগুলো বেশ প্রকট।

এততটাই বিরোধপূর্ণ, যে কারও কারও ধারণা ফাতাহ ইসরায়েলিদের নিরাপত্তা দেয়ার ঠিকাদারি নিয়েছে কারণ এতদিনেও কোন সুনির্দিষ্ট ফলাফল না দেখে তারা হতাশ।

বরং তারা মনে করে যে ইসরায়েলের সাথে আলোচনার ফলে ফিলিস্তিনের লাভের লাভ কিছুই হয়নি বরং ইসরায়েল তাদের দখল চালিয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে, তারা হামাসকে সন্ত্রাসীদের গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করে। কারণ ইসরাইলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে এমন সম্ভাব্য অগ্রগতিকে তারা ঠেকিয়ে রেখেছে।

কয়েকজন বিশ্লেষকের মতে, হামাস এবং ফাতাহ'র মধ্যে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছিল ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তির সময় থেকে। অসলো চুক্তিকে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে অস্থায়ী শান্তি চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (পিএলও) মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

এর মাধ্যমেই ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। যার বর্তমানে সভাপতিত্ব করছেন মাহমুদ আব্বাস।

ওই চুক্তির মাধ্যমে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে ইসরায়েল-অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকার কিছু অংশের উপর সীমিত কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়।

চুক্তিটি পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত এবং নির্বাসনে থাকা অন্যান্য ফিলিস্তিনিদের দেশে ফেরার অনুমতি দেয়। অনেকেই এই চুক্তিকে একটি স্থায়ী শান্তি চুক্তি অর্জনের সূচনা হিসেবে দেখেছেন এবং এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

হামাসসহ যারা এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিল তারা মনে করে, এই চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ফিলিস্তিনের জাতীয় স্বার্থকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে।

এর ফলে হামাস এবং ফাতাহ'র মধ্যে দ্বন্দ্ব আরও প্রকট হয়ে ওঠে যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ওই চুক্তির মাধ্যমে হামাস ও ফাতাহ পয়েঃট অফ নো রিটার্নে চলে গিয়েছে অর্থাৎ তাদের মধ্যে বৈরিতা নিরসনের আর কোন পথ খোলা থাকলো না।

কিছু পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, হামাস এবং ফাতাহ'র মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থেকে ইসরায়েল উপকৃত হচ্ছে। এমনকি এর মাধ্যমে তারা নিজেদের শত্রুকে দুর্বল করতে উৎসাহিত হচ্ছে।

অন্যদের ধারণা, ফিলিস্তিনের এই দুই দলের বৈরিতার মূল কারণ হল নেতৃত্বের সংঘাত। মিডল ইস্ট ইন্সটিটিউটের (এমইআই) জ্যেষ্ঠ গবেষক এবং পলিসির ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্রায়ান কাটুলিস বিবিসি মুন্ডোকে বলেছেন, বৈরিতা হল ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়। তার মতে, এর সাথে আদর্শগত পার্থক্য থাকার কোন সম্পর্ক নেই। এটি মূলত দুই দলের নেতাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। যারা নিজেদের অঞ্চলে সমর্থন আদায় করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। এক কথায় বৈরিতা মানেই হল অর্থ এবং অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে রয়েছে, এটাই মূলত ক্ষমতার মূল ভিত্তি। মি. কাটুলিসের মতে, উভয় দলেরই গ্রহণযোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে যা তাদের কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে প্রভাব ফেলছে। এই কারণেই ফাতাহ এবং হামাসের মধ্যে ফাটল ক্রমশ বাড়ছে। এই দ্বন্দ্ব ফিলিস্তিনের স্বার্থকে প্রভাবিত করছে। কারণ এটি অভিজাতদের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব। তিনি জানান। তারা অনেক জনপ্রিয় সমর্থন হারিয়েছে কারণ কোন দলই দীর্ঘমেয়াদী সমাধান আনতে পারেনি, বলেছেন কাটুলিস।

হামাস এবং ফাতাহ'র মধ্যে এই বৈরিতা বা দ্বন্দ্ব ফিলিস্তিনের স্বার্থকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে।

টুকরো খবর

গণপিটুনি দিয়ে দুই চোরকে প্রশাসনের হাতে তুলে দিল গ্রামবাসীরা

মালদা : গণপিটুনি দিয়ে দুই চোরকে প্রশাসনের হাতে তুলে দিল গ্রামবাসীরা । ঘটনাটি ঘটেছে মালদার পুখুরিয়া থানার কুতুবগঞ্জ ভাটিতলাতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,হান্নান হক এবং সেলিম হক নামে দুইজন ।নুরুল হক নামে এক গৃহস্থের বাড়িতে রাত একটা নাগাদ চুরির উদ্দেশ্যে ঢুকে। কিন্তু বাড়ির লোক জেগে থাকায় তারা কোন প্রকার চুরি করতে পারেনি। লোকজনের হইচই হওয়াতে ধরা পড়ে যায় তারা। গ্রামবাসীরা অল্পবিস্তার গণপিটুনি দেয় বলেও শোনা যায়। খবর পেয়ে পুখুরিয়া থানার পুলিশ তাদের দুজনকে উদ্ধার করে।

বাড়িতে থাকা কীটনাশক খেয়ে মৃত্যু হল এক কৃষকের

মালদা : বাড়িতে থাকা কীটনাশক খেয়ে মৃত্যু হল এক কৃষকের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে মালদা জেলার হবিবপুর থানার মঙ্গলপুরা এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ওই কৃষকের নাম গোপাল মন্ডল বয়স(৪৫)বছর। পরিবারের রয়েছে স্ত্রী কিলো মন্ডল এক ছেলে ও এক মেয়ে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে অন্যান্য দিনের মতো আজ সকালে পরিবারের সদস্যরা জমিতে কাজ করতে যায়। বাড়ি ফিরে দেখেই পরিবারের সদস্যরা ও কৃষ ক ও চৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে বাড়ির মেঝেতে। পাশেই পড়েছিল কীটনাশকের বোতল। সেই দেখেই তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ও কৃষককে নিয়ে যায় স্থানীয় বুলবুল চন্ডী আর এন রায় হাসপাতালে। সেইখান থেকে অবস্থার অবনতি হলে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ওই কৃষককে। জরুরী বিভাগে ঐ কৃষককে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকেরা। এরপর মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত কৃষকের পরিবারসহ গোটা এলাকায়।

বাড়ির চারপাশে থইথই করছে পুনর্ভবা নদীর জল। স্রোতের শব্দে বুক কেঁপে উঠছে পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলা আশুবালা সরকারের

মালদা : বাড়ির চারপাশে থইথই করছে পুনর্ভবা নদীর জল। স্রোতের শব্দে বুক কেঁপে উঠছে পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলা আশুবালা সরকারের। তিনি বলেন, বাড়িতে সাড়ে আটমাসের অন্তঃসত্বা মেয়ে রয়েছে। পুনর্ভবা নদীর জলের স্রোতে রাস্তা ভেঙে বাড়ি এখন জলভূমি। যোগাযোগের মাধ্যম বলতে একমাত্র ছোট ডিঙি নৌকা। স্রোতের কারণে ডিঙি নৌকায় যাতায়াত ঝুঁকির হয়ে উঠেছে। অন্তঃসত্বা মেয়েকে নিয়ে আতঙ্কের প্রহর গুনতে হচ্ছে।তাঁর মতোই অন্তঃসত্ব মেয়ে, বউমাকে নিয়ে আতঙ্কের প্রহর গুনছেন পুনর্ভবা নদীর জলে প্লাবিত বামনগোলা ব্লকের খুটাদহ, বটতলির আটটি পরিবার। আশাকর্মী প্রমিলা বিশ্বাস বলেন, বটতলি, খুটাদহ গ্রামের আটজন মহিলা অন্তঃসত্বা রয়েছে। তাঁদের আচমকা প্রসব যন্ত্রণ হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছানো যাবে না। প্রসুতি মেয়েদের নিয়ে আমারও রাতের ঘুম উড়েছে। চারদিন ধরে রাস্তা ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে বামনগোলা ব্লকের জগদল্লা, গোবিন্দপুর-মহেশপুর, চাঁদপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রায় ১৫টি গ্রাম। সে গ্রামের মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরানো তো দূরের কথা, ত্রিপল এবং শুকনো খাবারটুকুও পৌঁছয়নি বলে অভিযোগ। অভিযোগ, গ্রামে পৌঁছয়নি ব্লক প্রশাসনের কর্তারাও। ফলে, প্রশাসনের ভুমিকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জলবন্দি প্রায় ২০ হাজার মানুষ।শুক্রবার, গ্রামগুলিতে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে যান বামনগোলা পঞ্চায়েত সমিতির নারী, শিশু ও ত্রাণ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ রাজিতা কিস্কু। তাঁকে কাছে পেয়ে ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা। রাজিতা বলেন, ১০০টি ত্রিপল, কিছু শুকনো খাবার নিয়ে গ্রামগুলিতে পৌঁছেছি। যা পর্যাপ্ত নয়। ব্লক প্রশাসনকে পুরো ঘটনার রিপোর্ট দেব। বামনগোলা ব্লকের বিডিও রাজু কুণ্ডু বলেন, পঞ্চায়েতগুলিতে ত্রাণ পৌঁছানোর হয়েছে। এ ছাড়া পঞ্চায়েতগুলোতে ত্রাণ শিবির খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে গ্রামবাসীদের দাবি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।গ্রামবাসীদের দাবি, খুটাদহ, বটতলি, আদাডাঙা, সোনঘাট, তালভিটা, তালতলা, রাঙামাটি, হরিপাল পাড়া, সোনঘাটের মতো জলবন্দি গ্রামগুলিতে পৌঁছানোর সীমান্ত রোড, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা ছিল। গত, রবিবার রাস্তা দুটির প্রায় ৩০ জায়গায় ফাটল ধরেছে। জলের তলার রয়েছে খুটাদহ হাই স্কুল, বটলতি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খুটাদহ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। এ ছাড়া সীমান্তে বিএসএফের ক্যাম্পও জলের তলায় রয়েছে। সীমান্তের রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় যাতায়াতের সমস্যায় পড়েছে বিএসএফও। জলের তোড়ে রাস্তার মতো প্রচুর বাড়ি ভেঙেছে। জলের তলায় গিয়েছে প্রায় দুশো বিঘা ধানের জমিও। গ্রামবাসী ঝর্ণা রায় বলেন, ব্লকে সদরে পৌঁছানোর জন্য আমাদের কাছে নদী ছাড়া কোনও রাস্তায় নেই। তবুও আমাদের নিরাপদ স্থানে সরানো হচ্ছে না। বাড়ির মতো আমরাও জলে ভেসে গেলে কী ঘুম ভাঙবে প্রশাসনের, প্রশ্ন করেন তিনি।

তৃণমূল কংগ্রেসকে রুখে দেওয়ার চেষ্টায় ট্রেন বাতিল করে দেওয়ার প্রতিবাদে আজ চুঁচুড়া স্টেশনে বিক্ষোভ মিছিল

চুঁচুড়া : বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের যে ১০০ দিনের টাকা ও আবাস যোজনার টাকা সাধনের উদ্দেশ্য বন্ধ করে রাখার প্রতিবাদে আগামী ২ তারিখ ও ৩ তারিক দিল্লির গান্ধী মূর্তির পাদদেশে যে আন্দোলনে ডাক দিয়েছিলেন তার যাতায়াত স্বরুপ হাওড়া থেকে যে ট্রেন দলীয়ভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল তা বিজেপির চক্রান্ত স্বরূপ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে তৃণমূল কংগ্রেসকে রুখে দেওয়ার চেষ্টায় ট্রেন বাতিল করে দেওয়ার প্রতিবাদে আজ চুঁচুড়া স্টেশনে বিক্ষোভ মিছিল। নেতৃত্বে ছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার সহ তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা এখান থেকে তারা পরিষ্কার জানান যে ট্রেন বন্ধ করে তাদের যাত্রাপথ দিল্লীর কর্মসূচি বন্ধ করা যাচ্ছে না যাবে না চুঁচুড়া স্টেশনের বিভিন্ন এলাকা এই মিছিল নিয়ে ঘুরে বেড়ান নেতা নেত্রীরা।

তফসিলের আগে আন্দোলন নিয়ে কোন পথে বিএনপি?

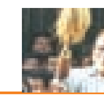

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটিয়ে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দেয়ার যে দাবিতে আন্দোলনরত বিএনপি বলছে, দুর্গাপূজা শেষ হওয়ার পরেই তারা কঠোর আন্দোলনে যাবে। তার আগে বুধবারের সমাবেশ থেকে সরকারকে একটি আলটিমেটাম দেয়া হতে পারে। বিএনপি বলছে, এখন থেকে তাদের আঃেদালন হবে মূলত রাজধানী ঢাকামুখী। দুর্গাপূজার আগে বিএনপির সবশেষ কর্মসূচী রয়েছে ১৮ই অক্টোবর বুধবার। এদিন সরকারের পদত্যাগসহ একদফা দাবিতে ঢাকায় জনসমাবেশ করবে বিএনপি। তবে এই জনসমাবেশ একেবারেই ঢাকা ও এর আশপাশের শহরগুলোর জন্য বলে জানা যাচ্ছে। ময়মনসিংহ জেলার বিএনপি নেতা আজিজুল হাকিম আজিজ বলেন, ''আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচির জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে আছেন তারা। দলের পক্ষ থেকে যেকোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে তারা প্রস্তুত রয়েছেন। হয় সেটা ঢাকামুখী আন্দোলন হোক কিংবা বিভাগীয় কর্মসূচি।'' বিএনপির তৃণমূলের নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একজন নেতা বলছেন, তফসিল ঘোষণা করা না করা নিয়ে তারা খুব একটা পাত্তা দিচ্ছেন না। কারণ তারা দলীয় সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনে যাবেন না, সেরকম নির্বাচন মানবেনও না।

ইসরায়েল সফর করবেন বাইডেন, মিশর সীমান্ত খোলার আলোচনাসহ যা ঘটছে গাজায়

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ ইসরায়েলে থাকা অবস্থায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন,যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বুধবার ইসরায়েল সফর করবেন।

হামাসের হাতে আটক জিম্মিদের উদ্ধারে মি. বাইডেন ইসরায়েলিদের সাথে আলোচনা করবেন। একই সাথে বেসামরিক হতাহত সর্বনিম্ন রেখে ইসরায়েল কীভাবে স্থল অভিযান পরিচালনা করবে এবং হামাসকে সুবিধা না দিয়ে গাজায় কিভাবে ত্রাণ পৌঁছানো যাবে, সেসব বিষয়ও গুরুত্ব পাবে তার এই সফরে।

হামাস বলেছে, জেরুসালেম এবং তেল আবিব লক্ষ্য করে তারা রকেট হামলা চালিয়েছে। এ হামলার কারণে ইসরায়েল জুড়ে সাইরেন বাজার পর আইনপ্রণেতারা বোমা হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার বোম্ব শেল্টার সেন্টার বা বোমা হামলা থেকে সুরক্ষাস্থানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

জাতিসংঘের ত্রাণ সহায়তা বিষয়ক প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস বলেন, হামাস পরিচালিত গাজা উপত্যকায় হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে।

মিশর ও গাজা সীমান্তের রাফাহ সীমান্ত পারাপার খুলে দেয়ার বিষয়ে কূটনৈতিক আলোচনা চলছে। গাজায় ত্রাণ সহায়তা প্রবেশ এবং বিদেশি নাগরিকদের সরিয়ে নেয়ার বিষয়ে এই সীমান্ত ব্যবহারের কথা রয়েছে।

রাফাহ সীমান্ত এলাকায় বিমান হামলা করেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান। হামলার একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সেখানে বড় ধরণের বিস্ফোরণ হয়েছে। বিবিসি এই ভিডিওটি যাচাই করেছে। তবে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে এখনো বিস্তারিত জানা যায়নি।

ইসরায়েলে হামলার পর সেখান থেকে আটক জিম্মিদের একজনের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে হামাস।

এতে দেখা যাচ্ছে একজন তরুণী নারী হিব্রু ভাষায় কথা বলছে এবং সে নিজেকে ২১ বছর বয়সী মায়া শেম বলে পরিচয় দিচ্ছে।

ইসরায়েল জানিয়েছে কমপক্ষে ১৯৯ জন ইসরায়েলি নাগরিককে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হামাসের সামরিক অংশের একজন মুখপাত্র বলেছেন, গাজায় কমপক্ষে ২০০ থেকে ২৫০ জন জিম্মি রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন, হামাসের হামলায় প্রাথমিকভাবে ছয় জন ব্রিটিশ নাগরিক নিহত হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে আরো ১০ জন।

জাতিসংঘ বলেছে, প্রায় ১০ লাখ ফিলিস্তিনি যারা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে এসেছে তাদের জরুরী ভিত্তিতে খাবার, জল এবং জ্বালানি দরকার।

ইসরায়েল ও গাজা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ফোন করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মস্কোতে থাকা প্রেসিডেন্টের দপ্তর ক্রেমলিন থেকে একথা জানানো হয়েছে।

এক বিবৃতিতে ক্রেমলিন জানায়, হামাসের হামলায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন পুতিন। একই সাথে তিনি বেসামরিক নারী ও শিশুরা ভুক্তভোগী হয় এমন যেকোনো হামলার বিরোধিতা এবং নিন্দা জানিয়েছেন।

ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানার মধ্যে থাকা ভ্লাদিমির পুতিন এই ইস্যুতে রাশিয়ার পদক্ষেপ সম্পর্কে মি.নেতানিয়াহুকে অবহিত করেছেন। এই সংঘাত বন্ধ করে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের জন্য জাতিসংঘে একটি প্রস্তাব এনেছিল রাশিয়া। যা নিরাপত্তা পরিষদের ভোটাভুটিতে বাতিল হয়ে যায়।

সেই সম্পর্কে বলেছেন, এর লক্ষ্য হচ্ছে পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করা, আরো বেশি উত্তেজনা বাড়তে না দেয়া এবং গাজা উপত্যকায় একটি মানবিক বিপর্যয় রোধ করা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বুধবার ইসরায়েল সফর করার কথা রয়েছে বলে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন জানিয়েছেন। সোমবার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের মধ্যে টানা সাত ঘণ্টা ধরে বৈঠকের পর জেরুসালেমে থাকা মার্কিন দূতাবাস থেকে এই ঘোষণা দেন তিনি। মি. ব্লিঙ্কেন সাংবাদিকদের বলেন, মি. বাইডেনকে ইসরায়েল সফর করার সময় দেশটির যুদ্ধের লক্ষ্য এবং কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হবে।

তিনি ইসরায়েল কিভাবে বেসামরিক মানুষ হতাহত হওয়ার বিষয়টি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে অভিযান পরিচালনা করবে এবং গাজায় ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের কাছে ত্রাণ পৌঁছানোর বিষয়েও শুনবেন।

মি. নেতানিয়াহুর আমন্ত্রণে ইসরায়েল সফর করবেন মি. বাইডেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ইসরায়েল সফরের বিষয়ে বলেন, ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে উত্তেজনার গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তিনি বুধবারে তেল আবিবে পৌঁছাবেন।

মি. বাইডেনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসরায়েলের সাথে একাত্মতা পুনর্ব্যক্ত করা এবং গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের জন্য ত্রাণ সরবরাহ নিশ্চিত করা। মি. কিরবি বলেন, হামাসকে সুবিধা দেবে না এমন ধরণের মানবিক সহায়তার বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি। এছাড়া গাজার বাসিন্দারা চাইলে তারা যাতে গাজা ছেড়ে যেতে পারে তার জন্য নিরাপদে সরে যাওয়ার পথ তৈরি করার বিষয়ে কাজ করবেন মি. বাইডেন। ইসরায়েল সফর শেষে তিনি জর্ডানের আম্মান সফর করবেন। সেখানে তিনি জর্ডানের বাদশা আব্দুল্লাহ, মিশরের প্রেসিডেন্ট আলসিসি এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সাথে দেখা করবেন।

ইসরায়েল ও গাজার পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার তোলা প্রস্তাবকে মানবিক প্রস্তাবনা বলা হচ্ছে। প্রস্তাবটির একটি খসড়া নিরাপত্তা পরিষদে পাস হতে পারেনি।

রয়টার্স জানাচ্ছে, এই প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, উভয়পক্ষের মধ্যে একটি মানবিক যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করা যাতে জিম্মিদের মুক্তি, মানবিক সহায়তা প্রদান এবং বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপদে সরিয়ে আনা হবে। ওই প্রস্তাবনায় সন্ত্রাসবাদের নিন্দা জানানো হলেও হামাসের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

নিরাপত্তা পরিষদে কোন প্রস্তাব পাস হতে হলে অন্তত নয়টি সদস্য দেশের ভোটের দরকার হয়। সেই সাথে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের যে কেউ ভেটো দিলে তা পাস হতে পারে না।

নিরাপত্তা পরিষদের পশ্চিমা দুই দেশ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, খসড়া প্রস্তাবটিতে বিশেষ করে হামাসের নিন্দা না জানানোর কারণে তারা এই প্রস্তাবে সমর্থন জানাবেন না।

রাশিয়া জোর দিয়ে বলেছে যে, প্রস্তাবের লেখাগুলো পুরোপুরি মানবিক রাজনৈতিক নয়।

রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ভ্যাসিলি নেবেনজিয়া বলেন, ভোটের ফল যাই আসুক, এর ফলে নিরাপত্তা পরিষদে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রস্তাবনায় রাশিয়া, চীন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ পাঁচটি দেশ পক্ষে ভোট দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য বিপক্ষে ভোট দিয়েছে এবং ছয়টি দেশ ভোট দেয়া থেকে বিরত থেকেছে। ব্রাজিলের আনা এর একটি বিরোধী প্রস্তাবনায় মঙ্গলবার ভোটাভুটির কথা রয়েছে।

গাজার দক্ষিণাঞ্চলে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আশ্রয়হীন আর ক্ষুধার্ত লাখ লাখ মানুষ বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে।

উত্তরাঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা এক ব্যক্তি বলেন, বেঁচে থাকার জন্য যা দরকার তার কিছুই আমাদের কাছে নেই।

আমরা আস্তাঁকুড়ে বসবাস করছি। এখান থেকে সরে গেলে আমরা মারা যাবো।

কর্মীরা বিপুল পরিমাণ ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নিতে কাজ করছে। বাথরুমের ব্যবস্থা খুবই কম। সেখানে রোগবালাই ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

খাবার থাকলেও সেটি পর্যাপ্ত নয়। খান ইউনিস শহরে রাস্তার পাশে বড় একটি পাত্রে স্যুপ আর ভাত রান্না করছেন আমির। যে শহরটিতে এক সময় চার লাখ বাসিন্দা ছিলো, সেখানে এখন প্রায় ১০ লাখ মানুষের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

আমির বলেন, তিনি যা রান্না করছেন তা খুব বেশি হলে দুই হাজার মানুষের খাবার হবে। এই সংখ্যা সহায়তা প্রয়োজন এমন মানুষের একটি সামান্য অংশ মাত্র।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী আইডিএফ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে বলেছে, লেবাননে হেজবুল্লাহ অস্ত্রধারীদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে তারা।

বেশ কয়েক দিন ধরে হেজবুল্লাহ এবং ইসরায়েলি বাহিনীর মধ্যে সীমান্তে গুলি বিনিময় হচ্ছে।

হামাসের মতো হেজবুল্লাহকেও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য দেশ সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে।

হামাসের তুলনায় তাদের কাছে আরো উন্নত অস্ত্র রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বলা হয়, এসব অস্ত্র যা দিয়ে তারা হামাসের তুলনায় ইসরায়েলের আরো ভেতরে আঘাত করতে সক্ষম।

সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিসের তথ্য অনুযায়ী, ইরান সমর্থিত ভারী অস্ত্রে সজ্জিত এই গোষ্ঠীটির কাছে প্রায় এক লাখ ৩০ হাজার রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে।

হেজবুল্লাহর সাথে সংঘাত শুরু হলে ইসরায়েলি বাহিনীর জন্য দ্বিতীয় আরেকটি যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হবে।

এর কয়েক ঘণ্টা আগে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু দেশটির পার্লামেন্ট নেসেটে দেয়া এক ভাষণে, ইরান ও হেজুবল্লাহকে এই উত্তেজনায় না জড়ানোর হুশিয়ারি দিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমাদের ঘাটিয়ো না, তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি হবে।

বিবিসির কূটনীতিক প্রতিনিধি জেমস ল্যানডেল বলেন, ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর থেকে এখনো পর্যন্ত কূটনীতি খুব একটা কাজে লাগেনি।

গাজায় বেসামরিক নাগরিদের সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই, কোন জিম্মিকে মুক্ত করা হয়নি, মিশরের সাথে সীমান্ত পারাপার এখনো বন্ধ।

গালফ পরিভ্রমণ শেষে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবারো ইসরায়েলে ফেরত এসেছেন শুধু বাঙ্কারে লুকিয়ে থাকার জন্য কারণ তেল আবিব জুড়ে বিমান হামলার সাইরেন বেজে উঠে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েলকে হুশিয়ার করে বলেছে, গাজায় যেকোন স্থল অভিযান চালানো হলে তা আগবাড়িয়ে পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ তৈরি করবে, তিনি মূলত লেবাননে হেজবুল্লাহর হামলাকে বোঝাতে এই উপমা ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু এসব কিছুর পরও কূটনীতি চলছে। মি. ব্লিঙ্কেন এলাকাতেই রয়েছেন। তার নেতা প্রেসিডেন্ট বাইডেনও বুধবার সেখানে সফর করবেন। রাশিয়া এই ঘটনায় যুক্ত হচ্ছে এবং তুর্কিরা হামাসের সাথে আলোচনা করছে। মঙ্গলবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা একটি টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে উত্তেজনার বিষয়ে আলোচনা করবেন।

সমকামী বিয়েকে বৈধতা দিল না সুপ্রিম কোর্ট

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সমলিঙ্গের বিবাহ বা সমকামী বিয়েকে বৈধতা দেয়ার আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের এই রায় এসেছে বেশিরভাগ বিচারপতির রায়ের ভিত্তিতে। আদালত এটাও বলেছে যে এ ধরনের বিবাহকে বৈধতা দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই, বরং আইন তৈরি করার ক্ষমতা সংসদের।

বিচারপতিরা সমকামী দম্পতিদের রেশন কার্ড, পেনশন, গ্র্যাচুইটি এবং উত্তরাধিকারের মতো ব্যবহারিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য একটি কমিটি গঠনের জন্য কেন্দ্রকে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন।

ভারতের সরকার এবং ধর্মীয় নেতারা সমলিঙ্গের বিবাহের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে ভারতের সমলিঙ্গের বিবাহ করতে চেয়ে ১৮ জন সমকামী দম্পতির পিটিশন এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা একত্র করে শুনানি করেছিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। সেই শুনানির ভিত্তিতে এই রায় হলো।

রায়ের পরে সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের চলছিল, তাদেরই অন্যতম, সমাজকর্মী অঞ্জলি গোপালন জানিয়েছেন, আমরা বহুদিন ধরে লড়াই করছি, আরও করব। শিশু দত্তক নেওয়ার ব্যাপারেও কিছু বলা হল না। প্রধান বিচারপতি দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে যেটা বলেছেন, সেটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ছিল, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার অন্য বিচারপতিদের সঙ্গে তার রায়ে ঐকমত্য হল না। এটা গণতন্ত্র, কিন্তু আমাদের নাগরিকদের মে।লিক অধিকার দিতেও তো অস্বীকার করা হচ্ছে।

বিশেষ বিবাহ আইন, বিদেশী বিবাহ আইন এবং হিন্দু বিবাহ আইনের অধীনে সমলিঙ্গের বিবাহ করতে চেয়ে ১৮ জন সমকামী দম্পতি ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্টের কাছে পিটিশন করেছিলেন। আবেদনকারীরা সংবিধানের ১৪, ১৯ এবং ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে জীবন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং মর্যাদার অধিকারের উপর ভিত্তি করে বৃহত্তর সাংবিধানিক অধিকারের দাবি জানিয়েছিলেন।

বিভিন্ন হাইকোর্টেও এ সংক্রান্ত মামলা ছিল। সুপ্রিম কোর্ট সম্পর্কিত সব মামলা একত্রিত করে এ বছরের মার্চ মাসে শুনানি শুরু করে।

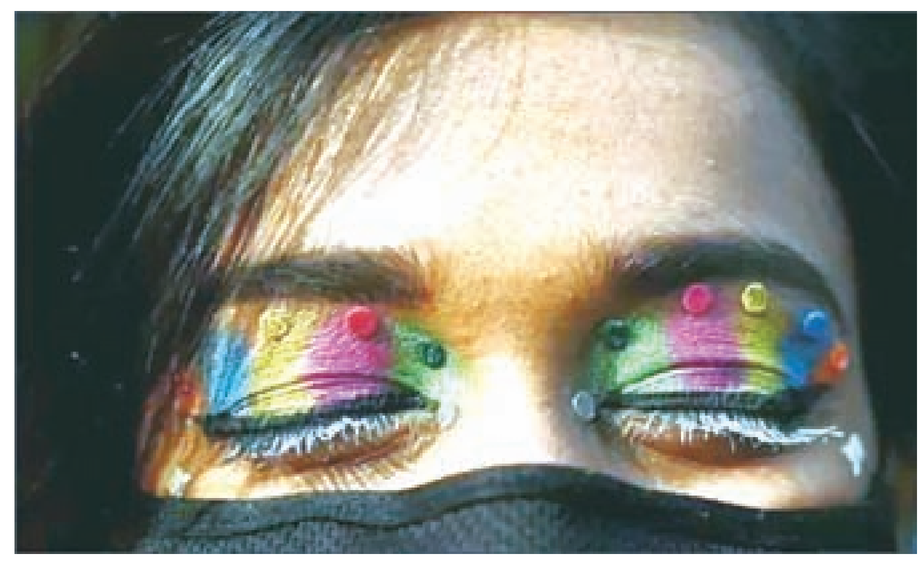

সভাপতি অধীশ আগরওয়ালা সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, সুপ্রিম কোর্ট যে সমলিঙ্গের বিবাহতে অনুমতি না দিয়ে যে রায় দিয়েছে, তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

কিছু ব্যক্তি ভারতীয় ব্যবস্থাটাকে নষ্ট করে দিতে চাইছিল। কিন্তু আমি খুশি যে সরকার যেটা বলেছিল যে সমলিঙ্গের বিয়ের অধিকার দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের নেই, সেটাই মেনে নিয়েছে আদালত। এই অধিকার শুধু সংসদেরই রয়েছে, মন্তব্য মি. আগরওয়ালার।

দেশ জুড়ে সমকামী, রূপান্তরকামী সহ সব ধরণের প্রান্তিক যৌনতার মানুষরা মঙ্গলবার অপেক্ষা করেছিলেন আদালতের রায়ের।

রায় দেয়া শুরু হওয়ার পরে প্রধান বিচারপতি যে পৃথক রায় দিচ্ছিলেন, তখনও তাদের মনে আশা জাগছিল যে হয়তো শেষমেশ সমলিঙ্গের বিবাহতে অনুমোদন দিয়ে দেবে।

কিন্তু সংখ্যাগুরু রায়ের পরে সেই অনুমোদন না পাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছেন তারা।

যাদের পিটিশনের ভিত্তিতে এই মামলাগুলি তার আগে সরকারকে তাদের মতামত জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

কেন্দ্র সরকার সমলিঙ্গের বিবাহের বিরোধিতা করে একটি হলফনামা দাখিল করেছিল। তাদের যুক্তি ছিল যে ভারতীয় পরিবারের যে ধারণা চলে আসছে যেখানে একজন পুরুষ এবং এক নারীর মধ্যে মিলন ঘটে। পরিবারের এই ধারণাটির সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতিও জড়িত।

বিভিন্ন রাজ্য সরকারও সমলিঙ্গের বিবাহে অনুমতি না দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে। মামলাটি সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠানো হয়। সেই বেঞ্চই মঙ্গলবার রায় দিল।

সুপ্রিম কোর্ট যদি সমলিঙ্গের বিবাহকে বৈধতা দিত, তাহলে ভারত বিশ্বের ৩৫টি দেশের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠত।

নেদারল্যান্ডস ২০০১ সালে প্রথম সমলিঙ্গের বিয়েতে অনুমতি দিয়েছিল।

এশিয়ার মধ্যে সমলিঙ্গের বিয়েতে প্রথম অনুমোদন দেয় তাইওয়ান, ২০১৯ সালে।